# মধ্যযুগের বাংলা আখ্যানকাব্যে বিন্যস্ত শৈশব, বাল্য ও কৈশোর প্রসঙ্গ

**(MADHYAYAJUGER BANGLA AKHYANKAVYE BINYOSTO SHAISHOB, BALYO O KAISHOR PROSONGO)**

বি. বি. এম. কে. ধানবাদ বিশ্ববিদ্যালয় পি. এইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য সারসংক্ষেপ

গবেষক : তমালকুমার ব্যানার্জী

**A Synopsis submitted to the B. B. M. K. University, Dhanbad for Degree of Ph. D.**

**By**

**Tamal Kumar Banerjee**

# মুখবন্ধ

স্নাতকোত্তরে পড়ার সময় থেকেই মধ্যযুগের আখ্যান কাব্যের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করতাম। শিক্ষকতার সূত্রে এই আকর্ষণ গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। বিশেষত: মধ্যযুগের সময়ে দাঁড়িয়ে থাকা চরিত্রগুলির শৈশব, বাল্য ও কৈশোরের বিচিত্র রঙ আমাকে বিস্মিত করেছে। বারবার বিস্মিত করেছে মধ্যযুগের কবিদের অনুপুঙ্খ বিবরণ। বর্তমানে আমি বি. বি. এম. কে. বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে পি. এইচ. ডি. করার সুযোগ পেয়েছি। তাই মধ্যযুগের বাংলা আখ্যান কাব্যে বিন্যস্ত 'শৈশব, বাল্য ও কৈশোর' বিষয়ে গবেষণার সুযোগ দিলে অত্যন্ত আনন্দিত হব। আশা রাখি নিয়ম মেনে এই গবেষণা কর্ম সার্থকতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবো।

তারিখ:

গবেষকের স্বাক্ষর

(তমালকুমার ব্যানার্জী)

Tamal Kumar Banerjee

সূচিপত্র


- ভূমিকা ০১
- প্রথম পরিচ্ছেদ মধ্যযুগ : সময় নিরীক্ষা ০৮
- দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ আখ্যান কাব্য ও তার বিবিধ স্বরূপ ১০
- তৃতীয় পরিচ্ছেদ শৈশব, বাল্য ও কৈশোর সম্পর্কিত সম্যক বিন্যাস ১২
- চতুর্থ পরিচ্ছেদ অনুসারী সাহিত্যে বিন্যস্ত শৈশব, বাল্য ও কৈশোর প্রসঙ্গ ১৪
- পঞ্চম পরিচ্ছেদ মঙ্গলকাব্যে বিন্যস্ত শৈশব, বাল্য ও কৈশোর প্রসঙ্গ ১৭
- ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ চৈতন্য জীবনী গ্রন্থে বিন্যস্ত শৈশব, বাল্য ও কৈশোর ২৩
- সপ্তম পরিচ্ছেদ রোসাঙ্ সাহিত্যে ও ইসলামী সাহিত্যে বিন্যস্ত শৈশব, বাল্য ও কৈশোর প্রসঙ্গ ২৫
- অষ্টম পরিচ্ছেদ নাথ সাহিত্য ও ময়মনসিংহ গীতিকায় বিন্যস্ত শৈশব বাল্য ও কৈশোর প্রসঙ্গ ২৯
- নবম পরিচ্ছেদ উপসংহার ৩৩
- গ্রন্থপঞ্জি ৩৪

# ভূমিকা

# Introduction

সহস্রাধিক বছর ব্যাপ্ত বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত পরিসরে মধ্যযুগ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই পর্বের রাজনৈতিক পরিবেশের দিকে তাকালে দেখা যায় বারংবার কেন্দ্রীয় শাসকের বদল ঘটেছে। রাজনৈতিক এই পালাবদল সমাজ জীবনকেও করে তুলেছে অস্থির। সামগ্রিক এক অস্থিরতা এই যুগের স্বাভাবিক সঙ্গী। মধ্যযুগের এই বিরাট কালপর্বে রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতাকে অঙ্গে ধারণ করে রচিত হয়েছে বিবিধ সাহিত্য সম্ভার যেখানে দেব-নির্ভরতা একটি অতি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। হয়তো অস্থির সময়ের বিক্ষুব্ধতা থেকে পৃথক আশ্রয় লাভের লক্ষ্যেই এই দৈব শরণ। তবে এই সকল সাহিত্যে দেব-নির্ভরতা সাধারণ বিষয় হলেও সাহিত্যের বিষয়ও আঙ্গিক ছিল বিবিধ। আখ্যান কাব্য, পদাবলী সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় কবিদের ভক্তি বিনম্র মনের প্রতিফলন যেমন ঘটেছে, তেমনই সেই সময়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার নানা দিক কাব্যের মধ্যে উঠে এসেছে। সামাজিক জীবন যেহেতু পারিবারিক জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, তাই খুব স্বাভাবিক নিয়মেই মধ্যযুগের এই কাব্যগুলিতে দৈব - মাহাত্ম্য প্রকাশের পাশাপাশি সেখানে পারিবারিক জীবনেরও প্রতিফলন ঘটেছে। একেবারে আদি মধ্যযুগের বড়ুচণ্ডীদাস রচিত শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে যেমন রাধা কৃষ্ণের পারিবারিক জীবন রয়েছে, তেমনই মধ্যযুগের শেষ প্রান্তে লেখা অন্নদামঙ্গল কাব্যেও হরিহোড়, ভবানন্দের পাশাপাশি হর-গৌরীর একটি পারিবারিক বলয় রয়েছে। এমনকি বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্ত পদাবলীর বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে ভগবত -ভক্তির আড়ালে সামাজিক ও পারিবারিক বলয় চোখে পড়ে। এই পারিবারিক জীবনের মধ্যে আমরা যেমন সমাজ সমস্যাকে, সংস্কারকে প্রতিবিম্বিত হতে দেখি, তেমনই গার্হস্থ্য রসের অপূর্ব বিন্যাস আমাদের মুগ্ধ করে। ঈশ্বর ভক্তিকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠা কাহিনি এ কারনেই আপামর জনগণের কাছে বিশ্বাসযোগ্য ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

এই গার্হস্থ্যরসের অনিবার্য অঙ্গ হিসাবে একজন কবি এক একটি চরিত্রের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের বিভিন্ন পর্যায়কে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে চিত্রিত করেন। এরই সূত্র ধরে অনিবার্যভাবে চিত্রিত হয়েছে বাল্য, শৈশব ও কৈশোরের বিবিধ প্রসঙ্গ। মধ্যযুগের প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছরের বিস্তৃত পরিসরে বহু কবি, তাঁদের কাহিনী বয়ণের প্রয়োজনে বাল্য, শৈশব ও কৈশোরকে কেন্দ্র করে বিভিন্নভাবে তাঁদের রচনাকে সাজিয়ে তুলেছেন। আর্থ-সামাজিক অবস্থান বদলের সঙ্গে সঙ্গে শিশু কিশোরের বড় হওয়ার উপাদানগুলি কিভাবে বদলে গেছে তা মধ্যযুগের সাহিত্যে লক্ষ করার বিষয়। এমনকি শিশুর লিঙ্গ পরিচয় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেও কখনো আচার পালনের দিকগুলিও বদলে যায়, কখনো বদলে যায় শিশুর শৈশবের বিবিধ পরিসর। এমনকি ধর্মীয় প্রেক্ষিত বদলের সঙ্গে সঙ্গেও বদলে যায় শিশুর বাল্য, শৈশব ও কৈশোরের নানা দিক।

মধ্যযুগের অস্থির  প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে ঈশ্বর ভক্তির উদ্দেশ্য নিয়ে যখন একের পর এক কাব্য রচিত হয়, রচিত হয় পদ তখন সেই আখ্যানের সূত্র ধরে বাল্য, শৈশব ও কৈশোরের রূপটি কেমন ছিল, কবির সৃষ্টিশীল সংবেদনশীল মন কীভাবে ধরতে চাইছিল মানবজীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সময়টিকে তাই দেখতে চাইবো আমরা এই গবেষণাকর্মে। আখ্যান কাব্যের সুবৃহৎ পরিসরে এই বিষয়টিকে যেহেতু ঠিক ঠিক পাওয়া যেতে পারে তাই গবেষণার সুবিধার্থে মধ্যযুগের প্রধান প্রধান আখ্যান কাব্যে বাল্য, শৈশব ও কৈশোরের বিবিধ দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করবো।

**সমস্যা নিরূপণ** : **(STATEMENT OF THE POBLEM)**

আজকের শিশু ভবিষ্যতের নাগরিক। তাই শিশুর জন্য প্রয়োজন সুস্থ সমাজের। কিন্তু আমাদের সমাজ শ্রেণী বিভক্ত সমাজ। প্রান্তিক মানুষকে সামান্য অন্ন চিন্তাতেই দিন অতিবাহিত করতে হয়। সেক্ষেত্রে শিশুর শৈশব, বাল্য,  কৈশোরের প্রতি দৃষ্টি দেবার সময় কোথায়? তা ছাড়া পুত্র সন্তান আকাঙ্ক্ষা বা পুত্র সন্তানের প্রতি বাড়তি গুরুত্বতো রয়েছেই। ফলে কন্যা সন্তানের প্রতি অনাদর, এমনকি কন্যা ভ্রুণ হত্যার মতো ঘটনাও ঘটছে। এ সমাজে শিক্ষার আলো সমানভাবে প্রসারিত নয়। ফলে শিশুশ্রমের দিকটি যেমন সুলভ তেমনি বাল্যবিবাহের ঘটনাও খুব দুর্লভ নয়। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এইজন্য বিবিধ প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে ‘Midday Meal’ এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাতে করে একজন শিশু ন্যূনতম সুষম খাদ্য গ্রহণ করে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এছাড়াও রয়েছে ‘বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও (Beti Bchao Biti Padhao Yojana) এর মতো পরিকল্পনা। কন্যা শিশুও যাতে আদরের সঙ্গে বেঁচে থাকতে পারে তার জন্যই এই পরিকল্পনা।  অনুরূপ পরিকল্পনা রাজ্যগুলিতেও রয়েছে। যেমন পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে কন্যাশ্রী পরিকল্পনা। আজকের প্রেক্ষিতে তৈরি হওয়া এই পরিকল্পনাগুলি বলে দেয় আজও সমাজে শিশুশ্রমের, কন্যাভ্রূণের হত্যার মতো ঘটনা, বাল্যবিবাহের ঘটনা ঘটছে। আজও শিশুকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শৈশব আচার পালিত হয়। একালের সময়ে দাঁড়িয়ে যদি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের দিকে তাকায়, সেখানেও এই একই ধরণের সমস্যাগুলি পূর্বসূত্রতা লক্ষ করা যায়। সাহিত্য সমাজ বৃক্ষের ফুল। তাই মধ্যযুগের আখ্যানের সাপেক্ষে সমস্যাগুলি নিরূপণ করা যেতে পারে।

**সমস্যার অনুসন্ধান** **(POBLEM TO BE INVESTIGATED)**: মধ্যযুগের সাহিত্য মূলতঃ দেবনির্ভর হলেও সেখানে সামাজিক প্রতিফলন ঘটেছে। আখ্যানকে বাস্তবোচিত রূপ দিতে গিয়ে চরিত্রগুলির ক্রম পরিণতি দেখানো হয়েছে। তা করতে গিয়ে চরিত্রগুলির শৈশব, বাল্য,  কৈশোরের নানা দিক উঠে এসেছে। আমাদের গবেষণার স্বার্থে বেশ কয়েকটি সমস্যাকে সামনে রেখে অনুসন্ধান করা হবে।

**প্রথমত**: আমাদের সমাজে যে শ্রেণী বিভাজন রয়েছে সেই শ্রেণী বিভাজনের সাপেক্ষে শৈশব, বাল্য, কৈশোরের রূপটি কেমন ছিল?

**দ্বিতীয়ত:** মধ্যযুগের এই আখ্যানগুলি বিস্তৃত সময় জুড়ে যেমন লেখা হয়েছে তেমনই বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে লেখা হয়েছে। শিশুকে সামনে রেখে লোকাচার বার বার লক্ষ্য করা যায় এই যুগের সাহিত্যে। এই লোকাচারগুলি অঞ্চলভেদে কতটা বিভিন্ন হয়ে উঠেছে তা লক্ষ করা যেতে পারে।

**তৃতীয়ত:** বিত্তগত দিকে থেকেও শিশুর, বালকের ও কিশোরের জীবনে বিবিধ পরিবর্তন এই সময়ের সাহিত্যকে কিভাবে পরিবর্তিত করেছে তা আলোচনা করা যেতে পারে।

**চতুর্থত:** লিঙ্গগত বৈষম্যও আমাদের সমাজে এক বড়ো সমস্যা। আমাদের সমাজে একজন পুত্রসন্তান তার পরিবার থেকে যে সুযোগ সুবিধা পান একজন কন্যাশিশু তা থেকে বঞ্চিত হয়। এটিও এক ধরণের সমস্যা। এই সমস্যা মধ্যযুগের আখ্যান কাব্যে কিরূপ প্রতিফলন সৃষ্টি করেছে তা বিবেচনা করা যেতে পারে।

**পঞ্চমত:** ধর্মীয় বিষয় আমাদের সমাজে সর্বদাই একটি নির্ণায়ক শক্তি। তুর্কি আক্রমণের পরবর্তী সময়ে মুসলমান শাসনের আধিপত্য দেখা গেছে বাংলাদেশে। বহু মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। মুসলমান কবিরাও একের পর এক আখ্যান কাব্য লিখেছেন। ধর্মীয় বিভিন্নতায় একজন শিশু, বালক ও কিশোরের জীবন কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে তা অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

**ষষ্ঠত:** একজন শিশুর শৈশব, বাল্যেও কৈশোরে তাঁর পাঠশালায় পাঠ্যসূচি কেমন ছিল। কিভাবে তাকে শিক্ষা দেওয়া হত তা অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

উপরোক্ত বিষয়গুলির অনুসন্ধান করব আমরা মধ্যযুগের বিভিন্ন আখ্যান কাব্যে, সেই সংরূপগুলি নিম্নরূপ-

১) আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৫৪, বর্তমান মুদ্রণ ২০১১

২) কাশীরাম দাস : দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত কাশীদাসী মহাভারত (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড), সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা - ০৯, প্রথম সংস্করণ পৌষ ১৩৯৯, বর্তমান মুদ্রণ কার্তিক ১৪২৪।

৩) কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ : বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত মনসামঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি নতুন দিল্লী - ০১ , প্রথম সংস্করণ ১৯৬১, বর্তমান মুদ্রণ ২০১১

৪) কৃত্তিবাস ওঝা : সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত রামায়ণ, ভারবি, কলকাতা - ৭৩ প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৫৭, পুনর্মুদ্রণ ২০১১।

৫) কৃষ্ণদাস কবিরাজ : সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত আনন্দ পাবলিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা, প্রথম সংস্করণ দোলযাত্রা - ১৩৯২, বর্তমান সংস্করণ বৈশাখ - ১৪০২।

৬) গঙ্গারাম দত্ত : মহারাষ্ট্র পুরাণ, হারাধন দত্ত সম্পাদিত, লুপ্তরত্ন গ্রন্থমালা, চিন্তয়সি প্রকাশণা, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ - ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ, বর্তমান সংস্করণ - ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ।

৭) ঘনরাম চক্রবর্তী : শ্রী পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত ধর্মমঙ্গল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, বর্তমান সংস্করণ - ১৯৬২।

৮) জয়ানন্দ : সুখময় মুখোপাধ্যায়, রাণা সুমঙ্গল সম্পাদিত, চৈতন্যমঙ্গল, বিশ্বভারতী, কলকাতা, বর্তমান সংস্করণ - ১৯৯৪।

৯) দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মৈমনসিংহ - গীতিকা, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা - ০৯ নব সংস্করণ ২০০৫, পুনর্মুদ্রণ জানুয়ারী ২০১৯।

১০) দৌলত উজির বাহরাম খান : আহমদ শরীফ সম্পাদিত লায়লী - মজনু, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৮, চতুর্থ মুদ্রণ - ১৯৮৪।

১১) দৌলত কাজি : দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত দৌলত কাজির লোরচন্দ্রানী ও সতী ময়না, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা - ০৯ প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৯৫, দ্বিতীয় মুদ্রণ জানুয়ারী ২০০১।

১২) বড়ু চণ্ডীদাস : অমিত্র সূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা - ৭৩ প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৭৩ ষোড়শ সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩।

১৩) বিজয় গুপ্ত : অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল, নিউ বইপত্র কলকাতা - ০৯, প্রকাশকাল শ্রাবণ ১৪২৪।

১৪) বিপ্রদাস পিপিলাই : অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল, রত্নাবলী, কলকাতা ০৯, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৪০৯ দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ শ্রাবণ ১৪২২।

১৫) বিশেশ্বর ভট্টাচার্য, দীনেশচন্দ্র সেন এবং বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত গোপীচন্দ্রের গান, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২২।

১৬) বৃন্দাবন দাস : সুকুমার সেন সম্পাদিত চৈতন্য ভাগবত, সাহিত্য অকাদেমি, দিল্লী, প্রথম সংস্করণ ১৯৬২, বর্তমান সংস্করণ ১৯৯১

১৭) ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর : মদনমোহন গোস্বামী সম্পাদিত ভারতচন্দ্র, সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লী ০১, প্রথম প্রকাশ ১৯৬১; চতুর্থ মুদ্রণ ২০১১।

১৮) মালাধর বসু : অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ও সুমঙ্গল রানা সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, রত্নাবলী, কলকাতা ০৯, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪০৯, তৃতীয় সংস্করণ মাঘ ১৪২৩।

১৯) মুকুন্দ চক্রবর্তী : সুকুমার সেন সম্পাদিত, চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৭৫, বর্তমান সংস্করণ ২০০১।

২০) রূপরাম চক্রবর্তী : অক্ষয়কুমার কয়াল সম্পাদিত, ধর্মমঙ্গল, ভারবি, কলকাতা, বর্তমান সংস্করণ - ১৯৯২।

২১) লোচন দাস : বিশ্বরঞ্জন ঘোড়ই সম্পাদিত, চৈতন্যমঙ্গল, সাহিত্যলোক, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ -- জুলাই ২০০০ বর্তমান সংস্করণ - জুলাই ২০০০।

২২) শাহ মুহম্মদ সগীর : ডঃ মহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত ইউসুফ জোলেখা, ঢাকা ১১০০, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৮৪, ষষ্ঠ মুদ্রণ মে ২০১৫।

২৩) শেখ ফয়জুল্লা মরহুম : মুনসী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সম্পাদিত গোরক্ষবিজয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির , কলিকাতা ১৩২৪

২৪) সৈয়দ আলাওল : দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মাবতী (দ্বিতীয় খন্ড) সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ কলকাতা - ১৩ প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০২।

## গবেষণার লক্ষ্য (Object of the RESEARCH)

মধ্যযুগের বাংলা আখ্যান কাব্যে শৈশব, বাল্য ও কৈশোরের বিভিন্ন দিককে খুঁজে দেখা এবং তার সাথে সাথে সামাজিক সমস্যাগুলির গোড়ায় পৌঁছানোর চেষ্টা করা যাতে করে সেদিনের শৈশব, বাল্য ও কৈশোরের বিবিধ বিষয়গুলির বিবর্তনকে খুঁজে পাওয়া যায়। এবং আজকের যুগে দাঁড়িয়ে লোকাচার, শিশুশ্রম, লিঙ্গবৈষম্য, ধর্মীয় বিভাজনের সামনে বিপন্ন শৈশব, বাল্য ও কৈশোরের নব পথ নির্মাণ করা যায়। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধনের ক্ষেত্রে এই গবেষণা নতুন দিশা তৈরিতে সক্ষম হবে। তাছাড়া একালের সাহিত্যে যে শৈশব, বাল্য ও কৈশোরের চিত্র দেখা যায় তার পূর্বসূরিতা লক্ষ করা যাবে।

## পূর্ব অনুমান (HYPOTHESIS) :

বিভিন্ন সমস্যাকে সামনে রেখে অনুসন্ধানের ফলে মধ্যযুগের বাংলা আখ্যান শিশুকে সামনে রেখে বিভিন্ন লোকায়ত আচারের পরিচয় পাবো। যা সে যুগের সমাজ ভাবনাকে বুঝতে সাহায্য করবে। কবিরা যেহেতু স্রষ্টা তাই কবিদের দৃষ্টিতে জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়টি কেমন ছিল তাও বোঝা যাবে। বিভিন্ন শ্রেণী বিভাজনের মাঝেও শৈশব, বাল্য ও কৈশোরের রূপটিকে নতুন করে লক্ষ কর সম্ভব হবে।

## গবেষণার পরিকল্পনা ও পদ্ধতি (RESEARCH DESIGNED AND MEHODOLOGY)

মধ্যযুগের আখ্যান কাব্যে শৈশব, বাল্য ও কৈশোর সমগ্র বিষয়টিকে কয়েকটি অধ্যায়ে বিভাজিত করে আলোচনা করা হবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ : মধ্যযুগ : সময় নিরীক্ষা
(Madhyayug : Samay Niriksha)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আখ্যানকাব্য ও তার বিবিধ স্বরূপ
(Akhyankavya O tar bibidha swarup)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : শৈশব, বাল্য ও কৈশোর সম্পর্কিত ধারণার সম্যক বিন্যাস

(SHAISHOB, BALYO O KAISHOR SAMPARKITA SAMYAK BINYAS)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : অনুসারী সাহিত্যে বিন্যস্ত শৈশব, বাল্য ও কৈশোর প্রসঙ্গ
(ANUSARI SAHITYE BINYASTA SHAISHOB, BALYO O KAISHOR PROSONGO)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : মঙ্গলকাব্যে বিন্যস্ত শৈশব, বাল্য ও কৈশোর প্রসঙ্গ
(MANGALKABYE BINYASTA SHAISHOB, BALYO O KAISHOR PROSONGO)

ষষ্ট পরিচ্ছেদ : চৈতন্য জীবনী গ্রন্থে বিন্যস্ত শৈশব, বাল্য ও কৈশোর
(CHAITANYA JIBANE GRANTHE
BINYASTA SHAISHOB, BALYO O KAISHOR)

সপ্তম পরিচ্ছেদ : রোসাঙ্ সাহিত্যে ও ইসলামী সাহিত্যে বিন্যস্ত
শৈশব, বাল্য ও কৈশোর প্রসঙ্গ :
(ROSANG SAHITYE O ISLAMI SAHITYE
BINYASTA SHAISHOB, BALYO O KAISHOR)

অষ্টম পরিচ্ছেদ : নাথ সাহিত্য ও ময়মনসিংহ গীতিকায় বিন্যস্ত
শৈশব বাল্য ও কৈশোর প্রসঙ্গ:

(NATH SAHITYE O MAYAMANSINGH GITIKAYA BINYASTA
SHAISHOB, BALYO O KAISHOR PROSANGO)

নবম পরিচ্ছেদ : উপসংহার : (Uposanghar)

এই সমস্ত বিষয়গুলি তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে আলোচিত হবে।

**তথ্যানুসন্ধান ও ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত যন্ত্রানুসঙ্গ :**
**(TOOLS TO BE USED IN THE COLLECION OF DATA AND ANALYSIS)**

এই গবেষণার কাজে প্রয়োজনীয় তথ্যসংগ্রহের জন্য মূলত: যে সকল আকর গ্রন্থ ব্যবহৃত হয়েছে তা বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। মাননীয় অধ্যাপক কৌশিক দাশগুপ্তের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকেও বেশ কিছু গ্রন্থ পেয়েছি। এছাড়াও PDF, এ On line Internet এর মাধ্যমে বেশ কিছু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। ভবিষ্যতেও এই ধরণের ক্ষেত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ব্যবহার করার ইচ্ছা রয়েছে। যাতে করে অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যা সঠিকভাবে চালানো সম্ভব হয়।

**সম্ভাব্য গবেষণার গুরুত্ব : (SIGNAFICANCE OF PROPOSED WORK)**

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের আখ্যান কাব্যে শৈশব, বাল্য ও কৈশোরের বিবিধ দিককে আমরা আমাদের গবেষণায় বিশ্লেষণ করবো। সাহিত্যকে সামনে রেখে এই গবেষণা পত্র তৈরি হলেও সামাজিক দিক থেকে এই গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম। শ্রেণীগত, বিত্তগত, ধর্মগত, লিঙ্গগত বিভাজনের সাপেক্ষে সেই সময়ের সমাজে মানুষের জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ পর্বের (শৈশব, বাল্য কৈশোর) সময়ের নানা স্তর বিশ্লেষিত হবে। শিশুর বড় হওয়াকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সম্যক পরিচয়ের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজ বিশ্বাস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হব। অঞ্চলভেদে বিভিন্ন লোকাচারের পার্থক্যমূলক অনুসন্ধান থেকে সেই সময়ের সমাজ বিন্যাস সম্পর্কে জানতে পারবো। এছাড়া সাহিত্যে কিভাবে এই সময় তাৎপর্য লাভ করছে তাও জানতে পারা যাবে।

**বর্তমান জ্ঞানভান্ডারের উপযোগিতা : (CONTRIBUTION OF THE EXISTING KNOWLEDGE)**

মধ্যযুগের আখ্যান কাব্যের পরিসর বিস্তৃত। খন্ড খন্ড বিষয়ে পাঠ সম্পাদনা বা সার্বিক গুরুত্ব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একাধিক কাজ রয়েছে। যেমন -

**ড: সত্যবতী গিরি রচিত 'বাংলা সহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রম বিকাশ'**

**গীত চট্টোপাধ্যায় এর 'ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য'**

গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের বেশ কিছু আলোচনা রয়েছে। মঙ্গলকাব্য বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণামূলক গ্রন্থ -

**শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য রচিত 'বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস'**

**অধ্যাপক বিশ্বপতি রায়ের সম্পাদনায় 'কবিকঙ্কন মুকুন্দের চন্ডীমঙ্গল বীক্ষা ও সমীক্ষা'**

গ্রন্থের একাধিক গবেষণামূলক প্রবন্ধে মঙ্গলকাব্যের বেশ কিছু আলোচনা আছে। চৈতন্যজীবনী সাহিত্যের প্রথম গবেষণামূলক কর্ম।

**বিমানবিহারী মজুমদারের 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান'**

গ্রন্থে চৈতন্যজীবনে বিবিধ দিক আলোচনা হয়েছে। তবে শৈশব বাল্য ও কৈশোরের বিষয়কে নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা নেই। আমি মূলত: আকর গ্রন্থ ও এই সকল গবেষণামূলক গ্রন্থকে সামনে রেখে এই গবেষণাকর্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

**ভবিষ্যতের সম্ভাবনা : (Future work)** মধ্যযুগের 'বাংলা আখ্যান কাব্যে বিন্যস্ত শৈশব বাল্য ও কৈশোর প্রসঙ্গ শীর্ষক গবেষণা কর্মের একাধিক ভবিষ্যত সম্ভাবনা রয়েছে। মধ্যযুগের বারবার শাসক বদলের সময়, সামাজিক অস্থিরতা বা স্থিরতার সময় শৈশব বাল্যের এবং কৈশোরের অনুপুঙ্খ রূপ যেমন জানা যাবে তেমনই সামাজিক লোকাচার, তার বিভিন্নতাও জানা যাবে যা হয়তো আজকের ডিজিট্যাল সময়ে দাঁড়িয়ে আজকের আনুপার্বিক সমস্যাগুলির গোড়ায় পৌঁছানো যাবে। তাছাড়া এই সমস্যাগুলিকে সামনে রেখে একালের সাহিত্যেও শৈশব বাল্য কৈশোরের রূপটি কিভাবে তৈরি হচ্ছে তাও এই গবেষণাকর্মের সূত্রকে সামনে রেখে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। যা নিশ্চিতভাবেই শৈশব,বাল্য ও কৈশোরের জন্য সুস্থ স্বাভাবিক সমাজ ও পৃথিবী নির্মানে সাহায্য করবে।

# প্রথম পরিচ্ছেদ

## মধ্যযুগ : সময় নিরীক্ষা
## (Madhyayug : Samay Niriksha)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগ বলতে তুর্কি আক্রমণের পরবর্তী সময়ে আনুমানিক ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে বোঝানো হয়ে থাকে। রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর 'বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করলেও মূলতঃ ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের মধ্য দিয়ে প্রথম সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে ডঃ সুকুমার সেন, অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব চৌধুরির মতো প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেছেন। প্রায় একই পথ অনুসরণ করে গোপাল হালদারও 'বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা' নামে দুটি খন্ডে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে চর্চা করেছেন। সাহিত্যের ইতিহাস কারগণ নিজ নিজ বিচার বুদ্ধির প্রয়োগে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে তিনটি যুগে বিভক্ত করেছেন –

১) প্রাচীন যুগ (৯৫০ খ্রিঃ - ১২০০ খ্রিঃ)
২) মধ্যযুগ (১৩৫০ খ্রিঃ - ১৭৯৯ খ্রিঃ)
৩) আধুনিক যুগ (১৮০০ খ্রিঃ - বর্তমান কাল)

সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ কখনো ধর্মীয় প্রবণতা কখনো ভাষা ব্যবহার কখনো বা সময়কে মানদন্ড হিসেবে ধরে সাড়ে পাঁচশো বছরের মধ্যযুগকে বেশ কয়েকটি উপভাগে ভাগ করেছেন। ইতিহাস লিখন চর্চার এই ধারা অনুসরণ করে সমগ্র মধ্যযুগকে আমরা বেশ কয়েকটি পর্বে বিন্যস্ত করে সমগ্র সময়কালটি বুঝে নেবার চেষ্টা করবো যাতে আমাদের এই কালপর্বে রচিত প্রধান প্রধান আখ্যান কাব্যগুলির প্রবণতাকে বুঝে নিতে সুবিধা হয়।

তুর্কি আক্রমণের সময় থেকেই অস্থিরতা মধ্যযুগের প্রধানতম সঙ্গী। শাসক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কখনো কখনো অশান্তির আগুন তীব্র হয়েছে, আবার কখনো শান্তি ও স্থিরতা লক্ষ্য করা গেছে। বাইরে থেকে আগত মুসলমান শাসককে বর্ণহিন্দু প্রথমে গ্রহণ না করলেও ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছিল। গোপাল হালদার এ প্রসঙ্গে লিখেছেন -"বিজেতা ও বিজিত ক্রমেই পরস্পরের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতিকেও স্বীকার করে নিল। প্রভেদ অবশ্য রইল, কিন্তু সংস্কৃতির বিরোধ আর তেমন উগ্র রইল না। সমন্বয় ঘটেনি কিন্তু সংমিশ্রণ ঘটেছে নানা দিকে। বিভেদ বরাবর ছিল, কিন্তু বিরোধও বরাবর ছিল না।"

এই বিচিত্র সময় প্রবাহে মধ্যযুগের সাহিত্য নির্মিত হয়েছিল। পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত কালপর্বে একাধিক সাহিত্য রচিত হয়েছিল। আখ্যানকাব্য,পদাবলী সাহিত্য, অনুসারী সাহিত্য ও অন্যান্য গীতিকায় পরিপূর্ণ ছিল মধ্যযুগের সাহিত্য ভান্ডার।

চারটি কালপর্বে বিভক্ত করে আমরা এই পর্বের সাহিত্যগুলিকে দেখতে পারি –

(১) পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য
(২) ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য
(৩) সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য
(৪) অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য

**তথ্যসূত্র :**

১. গোপাল হালদার, বাঙলা সাহিত্যের রূপ রেখা (প্রথম খন্ড), অরুণা প্রকাশণী, কলকাতা - ৬ ষষ্ট মুদ্রণ মাঘ ১৪১৯, পৃ - ৩৭

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
# আখ্যান কাব্য ও তার বিবিধ স্বরূপ
# (Akhyankavya o tar bibidha swarup)

'আখ্যান' শব্দের অর্থ মিত আয়তন কাহিনি। কোনো আখ্যান বস্তু বা কাহিনিকে অবলম্বন করে যখন কোনো কাব্য রচিত হয় তখন তাকে আখ্যায়িকা বা আখ্যান কাব্য বলা হয়। এই ধরণের কাব্যে অনুপূর্বিক কাহিনি বর্ণিত হয়। মহাকাব্যের মতো এই ধরণের কাব্যে সূচনা, মধ্যভাগ এবং পরিণতি থাকে। বিভিন্ন ব্যক্তির জীবন ও সংলাপের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে এই শ্রেণীর কাব্য। সাধারণভাবে এই জাতীয় কাব্যে কাহিনি বা ঘটনাই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

দেশ-বিদেশের পাশাপাশি আমাদের বাংলাদেশেও একেবারে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত একাধিক আখ্যান কাব্য রচিত হয়েছে। মধ্যযুগের আখ্যান কাব্যগুলিকে মোটামুটি চারটি শ্রেণীতে ভাগ করতে করতে পারি ---

১) **অনুসারী সাহিত্য :**

ক) ভাগবত বিষয়ক কাব্য
খ) শ্রীরামকথা বিষয়ক কাব্য
গ) মহাভারত বিষয়ক কাব্য

২) **জীবনী সাহিত্য (মূলত চৈতন্য জীবনী সাহিত্য):**

ক) চৈতন্য ভাগবত (রচয়িতা - বৃন্দাবন দাস)
খ) চৈতন্য মঙ্গল (রচয়িতা - জয়ানন্দ)
গ) চৈতন্য মঙ্গল (রচয়িতা - লোচন দাস)
ঘ) চৈতন্য চরিতামৃত (রচয়িতা - কৃষ্ণদাস কবিরাজ)

৩) **মঙ্গলকাব্য :**

ক) মনসামঙ্গল
খ) চন্ডীমঙ্গল
গ) ধর্মমঙ্গল
ঘ) অন্নদামঙ্গল
ঙ) বিভিন্ন অপ্রধান মঙ্গলকাব্য যথা শীতলামঙ্গল, কমলামঙ্গল, রায়মঙ্গল ইত্যাদি।

৪) অন্যান্য ঃ

ক) শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তণ

খ) ইসলামি সাহিত্য

গ) রোমান্টিক প্রণয়কাব্য

ঘ) শিবায়ন

ঙ) মহারাষ্ট্র পুরাণ

চ) নাথ সাহিত্য

ছ) গীতিকা

মধ্যযুগের প্রথম উল্লেখযোগ্য কবি বড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম আখ্যানকাব্য হিসেবে চিহ্নিত। অনুসরণ হলেও কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত এবং মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় আখ্যান কাব্য হিসাবে পরিচিত আবার মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে কাহিনির যে আদল রয়েছে তাতে এই কাব্যগুলিও আখ্যান কাব্য হিসাবে পরিগণিত হতে পারে। চৈতন্যজীবনের কাহিনি যেভাবে জীবনীকাব্যের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তাও আখ্যান কাব্য হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে। এগুলি ছাড়াও মানব মানবীর প্রণয় কাহিনি অবলম্বনে আরাকান রাজসভায় রচিত কাব্যদুটি সপ্তদশ শতকের বিখ্যাত আখ্যানকাব্য। আবার মৈমনসিংহগীতিকা ও নাথ সাহিত্যেও আখ্যানকাব্যের লক্ষণ আছে।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## শৈশব, বাল্য ও কৈশোর সম্পর্কিত ধারণার সম্যক বিন্যাস

## (SHAISHOB, BALYO O KAISHOR SAMPARKITA SAMYAK BINYAS)

মানুষের জীবনে বিকাশের স্তরগুলিকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। একজন মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তার ওজন প্রায় তিন (৩) কেজির কাছাকাছি হয়। বাচ্চার মস্তিষ্ক প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের তুলনায় দেহ অনুপাতে বড়ো হয়। চোখের দৃষ্টিও পরিষ্কার হয় না। এই ছোটো মানুষটি ধীরে ধীরে প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষে পরিণত হয়। ধীরে ধীরে সুনির্দিষ্ট ধাপে এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই নির্দিষ্ট ধাপগুলিই হল জীবন বিকাশের স্তর। যেমন - শৈশব, বাল্য কৈশোর ও প্রাপ্তবয়স্ক। প্রত্যেকটি স্তরের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। প্রত্যেকটি স্তরের বৈশিষ্ট্য অপর স্তরের থেকে আলাদা। একটি সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত তালিকা থেকে বিকাশের স্তরগুলিকে বুঝে নিতে পারি।

| জীবন বিকাশের স্তর | | বয়সসীমা |
|---|---|---|
| প্রাক্ জন্ম (Prenatal) | | জন্মের পূর্বে |
| শৈশব (Infancy) | | ০ - ২ |
| বাল্যকাল (Childhood) | → আদি বাল্যকাল (Easy Childhood) | ২ - ৫ |
| | → উত্তর বাল্যকাল (Late childhood) | ৫ - ১১ |
| কৈশোর (Adobscence) | | ১১ - ১৯ |
| প্রাপ্ত বয়স্ক | | ১৯ বছরের পরবর্তী সময়। |

জন্মোত্তর সময়ে প্রথম ২ বছর সময় কাল শৈশব। জন্মোত্তর এই পর্যায়ে শিশুর উপযুক্ত যত্ন, পরিচর্যা ও ভালোবাসার প্রয়োজন হয়। শিশু উপযুক্ত পরিচর্যা ও ভালোবাসা পেলে তার মধ্যে নিরাপত্তাবোধ ও বিশ্বাস তৈরী হয়। এই সময় শিশুর দৈহিক বিন্যাসেও পরিবর্তন শুরু হয়। ওজনও ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেহের নিম্নভাগের বৃদ্ধিও এই সময় দ্রুত হয়। Watson এর মতে শিশু জন্মের সময় তিন ধরণের প্রক্ষোভ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এই প্রক্ষোভগুলি হল - রাগ, ভয়, ভালোবাসা। এই স্তরের শেষ পর্যায়ে আরও কিছু প্রক্ষোভ যেমন হিংসা, ঘৃণা, খুশি ইত্যাদির প্রকাশ ঘটে। শূন্য থেকে দেড় বছরের সময়কালকে অনেকেই 'The Period of trust vs mistrust' বলে চিহ্নিত করেছেন –

"In the first one and a half years of life, the infant is confronted with the crisis termed 'trust' vs. mistrust.' During this period baby is completely dependent upon its mother or care taker for the satisfaction of its needs.' [১]

শৈশবের পরের স্তর বাল্যকাল। এই স্তরের সম্পূর্ণ বয়স সীমা ২ থেকে ১১ বছর। ২ থেকে ৫ বছর পর্যন্ত সময়কালকে আদি বাল্যকাল ও ৫ থেকে ১১ পর্যন্ত সময়কালকে উত্তর বাল্যকাল বলা হয়। এই স্তরে শিশুর মানসিক বিকাশ, ভালো ধারণা, অপরের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক তৈরি হয়। সহযোগিতা করা, সাফল্য, ব্যর্থতা, সন্তুষ্টি, বিরক্তি, ক্রোধ, ভয় -- এই সবকটি আচরণের বহিঃপ্রকাশের পর্যায় হল বাল্যকাল।

কৈশোরের সূত্রপাত ঘটে ১১ বছর বয়সে এবং তা স্থায়ী হয় প্রায় ১৯ বছর বয়স পর্যন্ত। বারো বছর থেকে ১৯ বছর পর্যন্ত সময়কে তাত্ত্বিকগণ “The period of identity vs. Role of confusion” [২] বলে চিহ্নিত করেছেন। এই সময় শারীরিক ক্ষমতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। দিনের বড়ো একটা সময় বন্ধুদের সঙ্গে অবস্থান করায় আগ্রহ, মনোভাব, মূল্যবোধ অনেক ক্ষেত্রেই সমবয়সিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মানসিক বিকাশের সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তৈরি হয়। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণও দেখা যায়। সব মিলিয়ে কৈশোর পরিবর্তনের সময়। এই স্তর বিভাজনের বিজ্ঞানসম্মত দিকগুলিকে মনে রেখে আখ্যান কাব্যে শৈশব, বাল্য ও কৈশোরের নানা দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করবো।

<u>**তথ্যসূত্র :**</u>

১. S. K. Mangal, Advanced Educational Psychology, PHI Learning Private Limited, New Delhi – 110001, P – 107
২. ঐ, P - 108

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## অনুসারী সাহিত্যে বিন্যস্ত শৈশব, বাল্য ও কৈশোর প্রসঙ্গ

## (ANUSARI SAHITYE BINYASTA SHAISHOB, BALYO O KAISHOR PROSONGO)

তুর্কি আক্রমনের পরবর্তী সময়ে হিন্দু বাঙালি নিজস্ব পরিচয়ের খোঁজ করেছে বারবার। বিধর্মী শাসকের সঙ্গে সমন্বয়ের মধ্যেও তার নিজস্বতাকে রক্ষা করার চেষ্টা এই অনুসারী সাহিত্যের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে অনেকগুলি অনুসারী সাহিত্য রয়েছে, এই সাহিত্যগুলির মধ্যে প্রধান তিনটি হল --

১) মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়

২) কৃত্তিবাস ওঝার শ্রীরামপাঁচালি

৩) কাশীরাম দাসের ভারতপাঁচালি

মূলতঃ 'ভাগবত পুরাণ' বাল্মীকির রামায়ণ ও ব্যাসদেবের মহাভারত অনুসরণে এই কাব্যগুলি গড়ে উঠেছিল, তবে প্রতিটি কাব্যেই কবির নিজস্ব মননশীলতার পরিচয় রয়েছে। এই তিনটি কাব্যেই প্রধান প্রধান চরিত্রগুলির শৈশব, বাল্য ও কৈশোরের অনুপুঙ্খ বর্ণনা রয়েছে সমগ্র কাহিনিকে গড়ে তোলার জন্য। এই বর্ণনা থেকে মধ্যযুগের আদি পর্বের সাহিত্যে একটি চরিত্রের প্রাথমিক নির্মাণের ক্ষেত্রে কতটা যত্নবান তা বোঝা যাবে। তাছাড়া অনুসারী সাহিত্যে এই বর্ণনা মূল গ্রন্থ থেকে কতটা স্বতন্ত্র হয়েছে তা লক্ষ্য করা যাবে। এই পর্বটি আমরা তিনটি উপবিভাগে বিন্যস্ত করে আলোচনা করবো –

### ক) <u>রামায়ণে বিন্যস্ত শৈশব, বাল্য ও কৈশোর প্রসঙ্গ :</u>

সংস্কৃত সাহিত্যকে অনুসরণ করে যখন বাঙালি বৃহত্তর হিন্দু ভারতীয়ের সঙ্গে এক হয়ে উঠতে চাইল তখনই বাংলার প্রথম অনুসারী সাহিত্য 'রামায়ণ -পাঁচালি' রচিত হয়। কৃত্তিবাসের প্রতিভার নিজস্বতায় বাঙালির রামায়ণ অনন্য। কৃত্তিবাসের রামায়ণে রাম কথার পাশাপাশি রয়েছে কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণী। এই আত্মবিবরণী অংশে কৃত্তিবাসের নিজের বাল্যের তেমন বিবরণ না পাওয়া গেলেও এগারো বছর পেরিয়ে বারোতে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে কিশোর কৃত্তিবাস বিদ্যালাভের জন্য উত্তর দেশ গেছেন বড় গঙ্গা পেরিয়ে --

> "এগারো নিবিড়ে যখন বারতে প্রবেশ।
> হেন কালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ ॥" [১]

এর দ্বারা তৎকালীন সময় প্রেক্ষিতে একজন কিশোরের শিক্ষালাভের গুরুত্বের দিকটি অনুধাবন করা যায়। আত্মবিবরণের পাশাপাশি মূল কাহিনিতে যখন প্রবেশ করেছেন তখন শৈশব, বাল্য ও কৈশোরের অনুপুঙ্খ বর্ণনা দেখা গেছে কৃত্তিবাসের রামায়ণে। কৃত্তিবাস জানেন যে শ্রীরামচন্দ্রের কথা তিনি লিখেছেন সেই শ্রীরামচন্দ্র বাল্মীকির মানুষ রামচন্দ্র নন। তিনি তখন মানুষের কাছে বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্র। কৃত্তিবাসের হাতে বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্রের শৈশব অপূর্বত্ব লাভ করল। দশরথের সন্তান লাভ, নামকরণ গুরুত্বের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। তবে জন্মলাভের অলৌকিকতায় চাপা পড়ে গেছে শৈশব আচারের নানা দিক। কৃত্তিবাসের রামায়ণে রাম- লক্ষ্মণ আদিকান্ডেই বালক বীর।

কাহিনির শুরু থেকেই মহাকাব্যের নায়ক হিসাবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। বারো বছরের বালকের ধনুক টঙ্কারে ত্রিভুবন কাঁপে –

"ধনুক টঙ্কার শুন্যা ত্রিভুবন কাঁপে' [২]

শ্রীরামচন্দ্রের অস্ত্রশিক্ষার প্রসঙ্গও খুব সামান্য উঠে এসেছে। সব কিছুকে ছাপিয়ে গেছে তার বীরত্ব।

যজ্ঞভূমি কর্ষণ করে জনকরাজা কন্যারূপে লাভ করেন সীতাকে। 'অযোনিসম্ভবা' সীতা শৈশবেই 'পরমসুন্দরী'। প্রথম থেকেই জনক বিবাহ চিন্তাকেই চিন্তিত -- 'কারে কন্যা বিভা দিব রাজা ভাবে মনে মন'। [৩] এর দ্বারা কি তৎকালীন সমাজের বাল্যবিবাহের প্রসঙ্গ নির্দেশিত হয় না?

লঙ্কাকান্ড অংশেও একাধিক রাক্ষস সন্তানদের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। যেমন রামভক্ত তরণী সেন বা অহিরাবণের কথা। কিন্তু প্রত্যেকেই শৈশবেই মহাবীর। উত্তরকান্ডে সীতার গর্ভে জন্ম হয় লব ও কুশের। উত্তরকান্ডের শেষলগ্নে লব কুশের রামায়ণ গান পিতাপুত্রের মিলনের সেতু হয়ে ওঠে। কৃত্তিবাসের হাতে মহাকাব্য পাঁচালিতে রূপান্তরিত। কিন্তু মহাকাব্যের গৌরব ক্ষুন্ন হয় নি। বীররসের প্রাধান্য দিতে গিয়ে শৈশব বর্ণনাতেও যেভাবে বীরত্বের রঙ লাগিয়েছেন তা শ্রীরাম পাঁচালিতে স্বল্প পরিসরে বিবৃত শৈশবকে অনন্য করেছে।

### খ) শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে বিন্যস্ত শৈশব, বাল্য ও কৈশোর প্রসঙ্গ :

মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় পৌরাণিক ও লোকায়ত জীবনের আশ্চর্য সম্মিলনে আদি মধ্যযুগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাব্য। কবি মালাধর ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের কাহিনি অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যটি রচনা করেন। তুর্কি আক্রমণ বিধ্বস্ত বাঙালির সামনে তিনি শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যময় রূপটিকে তুলে ধরেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকে দ্বারকালীলা পর্যন্ত নানা ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সেই সূত্রেই অষ্টম গর্ভের সন্তান শ্রীকৃষ্ণের কারাগারে জন্মবৃত্তান্ত ও গোকুলে বেড়ে ওঠার সময় পুতনা সহ একাধিক রাক্ষসকে খেলাচ্ছলে বধ করার কাহিনি প্রাধান্য পেয়েছে। সেখানে বালকবীর কৃষ্ণ যেন সত্যিকারের 'বীরপুরুষ'। কৃষ্ণের 'মৃত্তিকাভক্ষণ' যশোদার উদ্বেগ ইত্যাদি যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেখানে আমরা এক ভিন্ন শৈশবকেই লক্ষ্য করি। কৃষ্ণের বাল্যক্রীড়া, স্নান, ভোজন, খেলার অনুপুঙ্খ বর্ণনায় দেবশিশু যেন সত্যিকারের মানবশিশু। যে শিশু সাধারণ সকলের সঙ্গে খেলা করে, ভোজন করে আবার অসুর বধ করে এবং গোবর্ধন ধারণ করে। ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণ এগিয়ে গেছে যৌবনের দিকে। মালাধর একেবারে ক্রমিক বর্ণনা করেছেন। যে বর্ণনা বাস্তবোচিত ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

## গ) মহাভারতে বিন্যস্ত শৈশব, বাল্য ও কৈশোর প্রসঙ্গ :-

মহাভারত অজস্র চরিত্রের বিচিত্র চরিত্র চিত্রশালা। মহাভারতকার কাশীরাম দাস মহাভারতের সুবিস্তৃত কাহিনি বর্ণনার সূত্রে বিভিন্ন চরিত্রের জন্মকথা, জন্মপ্রসঙ্গ, তাদের বাল্যশৈশবের বিবিধ প্রসঙ্গ অত্যন্ত সাবলীলভাবে বর্ণনা করেছেন। 'মনসামঙ্গল' কাব্যগুলিতে আস্তিকের জন্মপ্রসঙ্গ না থাকলেও কাশীরাম স্বল্প পরিসরে তার বর্ণনা করেছেন। ভরতের জন্মকথার পাশাপাশি শকুন্তলা-দুষ্মন্ত্য উপাখ্যানে ভরতের সঙ্গে পিতা দুষ্মন্তের মিলন বর্ণনায় অপত্য স্নেহের বিস্তার আমাদের মুগ্ধ করে। শান্তনুর জন্মপ্রসঙ্গ, রাজনীতি ধর্মশিক্ষার বিবরণ যেমন রয়েছে, তেমন অষ্টবসুর জন্মলাভ গঙ্গাগর্ভে এবং গঙ্গা কর্তৃক বিসর্জনের বিবরণে শান্তনুর পিতৃহৃদয় উন্মোচিত। অষ্টমপুত্রের থেকে তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। তিনি পত্নী গঙ্গাকে পুত্র বিসর্জনে বাধা দিয়েছেন। আবার এই দেবব্রতকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গা শান্তনুকে পরিত্যাগ করেছেন। দেবব্রতকে সর্বশিক্ষায় পারদর্শী করে পিতার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে। এই সকল অংশে একজন সন্তানের প্রতি একজন মায়ের দায়িত্বের দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যাসদেবের আশীর্বাদে গান্ধারী শতপুত্রের জননী হতে চলেছিলেন। কিন্তু দশমাসেও সন্তান না হওয়ায় গর্ভপাত ঘটান। শেষ পর্যন্ত ব্যাসের চেষ্টায় শতপুত্র ও এক কন্যার জন্ম হয়। এই কন্যাসন্তানের জন্ম হয় শুধুমাত্র গান্ধারীর আকাঙ্খায়। এই অংশে শতপুত্রের জননী হতে চলা এক মায়ের কন্যা সন্তানের প্রতি আকর্ষণের ক্ষেত্রটি বিচার্য বিষয়। পঞ্চপান্ডবের জন্মলাভ, তাদের ক্রীড়া, দুর্যোধনের শৈশব থেকেই অধর্মের প্রতি ঝোঁক, ভীমের প্রবল ক্ষমতার বিবরণ তিনি যেভাবে করেছেন তা কাহিনিকে আকর্ষণীয় করেছে। অস্ত্রশিক্ষা ও অস্ত্রপরীক্ষার নানা খুঁটিনাটি বিবরণ মহাভারতে বিন্যস্ত শৈশব, বাল্য ও কৈশোরকে রঙিন করেছে।

অনুসারী এই তিনটি আখ্যান কাব্যেই কোনো কবিরই প্রধান লক্ষ্য ছিল না শৈশব, বাল্য ও কৈশোর বর্ণনা করা। তা সত্ত্বেও এই তিনটি কাব্যেই নানাভাবে শৈশব, বাল্য ও কৈশোরের বর্ণনা এসেছে। অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থানে থাকা ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্পৃক্ত এই কাব্যগুলি থেকে ভারতীয় জীবনচর্চার সাবেকী দৃষ্টিকোণ নিরিখে থেকে সেদিনের শিশু কিশোরের রূপটিকে বিবেচনা করা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র :

১) সুখময় মুখোপাধ্যায়, রামায়ণ কৃত্তিবাস পন্ডিত বিরচিত, ভারবি,
১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে স্টিট, কলকাতা -৭৩, পুনর্মুদ্রন ১৪১৮, এপ্রিল ২০১১ পৃ - ২১

২) ঐ --- পৃ ১১২

৩) ঐ --- পৃ ১১০

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## মঙ্গলকাব্যে বিন্যস্ত শৈশব, বাল্য ও কৈশোর প্রসঙ্গ :

## (MANGALKABYE BINYASTA SHAISHOB, BALYO O KAISHOR PROSONGO)

শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য মঙ্গলকাব্য প্রসঙ্গে বলেছেন --

"আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বঙ্গ সাহিত্যে যে বিশেষ এক শ্রেণীর ধর্মবিষয়ক আখ্যানকাব্য প্রচলিত ছিল, তাহাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত।" [১] দেবখন্ড ও নরখন্ডে বিভাজিত প্রায় প্রতিটি মঙ্গলকাব্যেই মঙ্গল দেবতা বা দেবী পূজা প্রচারের জন্য মর্তে আসেন। এই মর্তে আগমনের সূত্রে শাপগ্রস্ত, স্বর্গভ্রষ্ট দেবতাদের মানুষ হিসেবে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ক্রমবিকাশ দেখানো হয় আখ্যানের প্রয়োজনে, প্রতিটি মঙ্গলকাব্যেই গার্হস্থ্যরসের অপূর্ব বিন্যাস। প্রতিটি মঙ্গল কাব্যেই গার্হস্থ্য রসের অনিবার্য আলম্বন বিভাব হিসাবে বেশ কিছু চরিত্রের বাল্য থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত ক্রমবিকাশ দেখানো হয়েছে। আমরা আলোচনার সুবিধার্থে প্রধান প্রধান মঙ্গলকাব্যে আমাদের আলোচ্য মঙ্গলকাব্যে বিন্যস্ত বাল্য ও শৈশব প্রসঙ্গটি আলোচনা করবো।

### (ক) <u>মনসামঙ্গল কাব্যে বিন্যস্ত শৈশব, বাল্য ও কৈশোর :</u>

অবিভক্ত বৃহৎ বঙ্গে সর্পদেবীর পূজার ইতিহাস বেশ প্রাচীন। প্রথমদিকে বিভিন্ন গাছের মধ্যে সর্পপূজা হয়েছে। পরে খোদিত সর্পমূর্তি বা সর্প অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নারীমূর্তি পরিকল্পনা করে পূজার আয়োজন হয়েছে। এই সর্পদেবীর বা মনসার কথা মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যে আখ্যানের আলেখ্যে অপূর্বত্ব লাভ করেছে। মহাভারতে মনসা নামের উল্লেখ না থাকলেও পরবর্তীকালের উপপুরাণগুলিতে মনসার জন্মকাহিনি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন -- 'প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় শৈবধর্মের প্রভাববশত মনসা-মঙ্গল কাব্যগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনসা শিবের কন্যা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।'[২] দেবখন্ড ও নরখন্ডে বিভাজিত এই সকল মঙ্গলকাব্যে মনসাদেবীর পূজা প্রচারকে সামনে রেখে কাহিনি প্রকাশিত হয়েছে সেখানে দেবীর অলৌকিক মহিমা প্রচারের আড়ালে গার্হস্থ্য রসের প্রকাশ ঘটেছে। এরই সূত্রে চরিত্রগুলির শৈশব ও কৈশোরের বিবিধ প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। প্রায় সমস্ত মনসামঙ্গল কাব্যে অলৌকিকতায় মোড়া জন্মকথা থাকলেও মনসার শৈশব সেভাবে নেই। মাতৃপিতৃহীন শৈশবের বিবর্ণ দিনগুলির কথা কাহিনির প্রয়োজনে উপেক্ষিত থেকে গেছে। অন্যদিকে নরখন্ডে চাঁদসদাগরের পুত্র লখীন্দর ও পুত্রবধূ বেহুলার শৈশব, বাল্য ও কৈশোরের খুঁটিনাটি ধরা পড়ল বিভিন্ন মঙ্গল কবির কাব্যে।

যে কোনো মঙ্গলকাব্যের মতোই বাইরে অলৌকিকতার আবরণের ভেতরে মনসামঙ্গলেও রয়েছে মানবরস, মনসামঙ্গলে লখীন্দরের জন্মবৃত্তান্ত, লোকাচারের খুঁটিনাটি, বর্ণভেদ ও শিক্ষার প্রসঙ্গ রয়েছে। রয়েছে খেলাধূলার প্রসঙ্গও। বেহুলারও সখীসঙ্গে আমোদের দৃশ্য আছে। আমরা প্রধান প্রধান মনসামঙ্গলগুলির সাপেক্ষে এই চরিত্রগুলির শৈশব, বাল্য ও কৈশোরকে লক্ষ করবো।

## খ) চন্ডীমঙ্গলে বিন্যস্ত শৈশব, বাল্য ও কৈশোর :

সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের প্রেক্ষিতে কবিকঙ্কন মুকুন্দের চন্ডীমঙ্গল এক স্বর্ণসম্পদ। এই কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য দেবী চন্ডীর মহিমাকীর্তন। তৎসত্ত্বেও এই কাব্য জুড়ে রয়েছে গার্হস্থ্যরসের বিস্তার। এই কাব্যে কাহিনি বর্ণনার সূত্রে মঙ্গলকবি প্রয়োজনীয় চরিত্রগুলির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিবিধ স্তরকে কাহিনি অনুসারে ফুটিয়ে তোলেন। কবিকঙ্কনের চন্ডীমঙ্গলেও মানুষের জীবনের নানা স্তর বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। স্বাভাবিক নিয়মেই শৈশব - বাল্য- কৈশোরের বিভিন্ন প্রসঙ্গ এসেছে। চন্ডীমঙ্গলের আখেটিক খন্ডে কালকেতু ও ফুল্লরার এবং বণিকখন্ডে খুল্লনা ও শ্রীমন্তের শৈশব কৈশোরের বিভিন্ন ঘটনা যেভাবে কাব্যরূপ লাভ করেছে তা অভিনব। সেদিনের ধর্মভীরু মধ্যযুগীয় সমাজভাবনা একালের মতো ছিল না। স্বল্প বয়সে বিবাহ ছিল সাধারণ ঘটনা। সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস তো প্রবল ছিলই। চন্ডীমঙ্গলের দুটি কাহিনিতে দুই ধরণের আর্থসামাজিক বৃত্ত রয়েছে। ব্যাধ খন্ডে কালকেতু প্রান্তিক সমাজের প্রতিনিধি আবার বণিক খন্ডে শ্রীমন্ত অর্থবান সামাজিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ধনপতির সন্তান। স্বাভাবিকভাবেই এই দুই আর্থ সামাজিক পার্থক্যই দুজনের শৈশব-বাল্য-কৈশোরকে ভিন্নরকম করেছে। কালকেতুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সংস্কারের খুঁটিনাটি পালিত হল :

"চাল ফুড়ি আতুড়ি জ্বালিল ততক্ষণে
সঘনে হুলিই পড়ে নাভির ছেদনে।
গোমুন্ডে স্থাপিলা ষষ্ঠি দ্বার ডানিভাগে
পূজা করি ধর্মকেতু তাঁরে বর মাগে।" [৩]

তিনদিনে নিদয়ার 'সপথ্য পাঁচন', পাঁচদিনে 'পাঁচটি', ছ'দিনে 'ষাটীয়ারা', আটদিনে 'আটকড়াইয়া', নবমদিনে 'নর্তা' এবং একুশদিনে নিয়মকরে 'ষষ্টীপূজা' - সবই পালিত হয়েছে। গ্রামীণ লোকজীবনের বাসিন্দাগণ শিশুর 'দেহালা'র কথা বলে থাকেন; তাও বাদ গেল না মুকুন্দের বর্ণনায় -

"শয্যায় নিদ্রা জায় বালা করএ দেহলা
ক্ষণে কান্দে ক্ষণে হাঁসে ব্যাধবালা" [৪]

তারপর বেশ ধূমধাম করেই সম্পন্ন হলো অন্নপ্রাশন - "অন্নপ্রাশন কৈল দিআ ছাগ মেষ।" [৫]
গণক কর্তৃক নামকরণ প্রসঙ্গ, কালকেতুর হামাগুড়ি দেওয়া বা একটু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভালুক শিশুর সঙ্গে খেলা করা - সকলই কবির আন্তরিকতা ও বর্ণননৈপুন্যে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে।

শ্রীমন্ত ও কালকেতুর জন্মের পরে সামাজিক আচারে তেমন পার্থক্য না থাকলেও বাল্যকালের বর্ণনায় বোঝা যায় কালকেতু ব্যাধ সন্তান তাই তার বাল্য ক্রীড়া সাধারণ বালকের ক্রীড়া নয় -- সে আরও শিশুদের সঙ্গে নিয়ে শশারু তাড়া করে, বাটুল দিয়ে পাখি মেরে লতায় বেঁধে বাড়ি ফেরে। অন্ত্যজ ব্যাধ পরিবারে জন্ম নেওয়া কালকেতুর খেলাধূলায় মুলতঃ বড়ো হয়ে ওঠে ভবিষ্যতে পেশাগত দিকটি। তাই কৈশোরেই তুলে দেওয়া হয় ধনুর্বান।

"গণক আসিঞা ঘরে          শুভদিন শুভবারে
ধনু দিল ব্যাধ সূত করে।
ফোঁটা দিয়া বিন্ধে বেজা          ছুড়িতে শিখয়ে নেজা
চামের চৌতুলা শোভে শিরে" [৬]

অন্যদিকে অভিজাত শ্রীমন্তের খেলাধূলায় কৃষ্ণলীলার অনুষঙ্গ :

“নগর্যা ছাওয়াল আনি নিত্য করে মেলা।
কৃষ্ণ লীলা অনুরূপ করে নানা খেলা ॥
আনরূপে রহে কেহ চরণ নিকটে।
কৃষ্ণের আবেশে ছিরা ভাঙ্গিল শকটে ॥
পুতনার বেশে কেহ দেই বিষস্তন।
স্তনপান করি তার বধিল জীবন ॥” [৭]

ব্যাধ বালক কালকেতুর বিদ্যাশিক্ষার কোনো পরিচয় নেই। অভিজাত শ্রীমন্ত পাঠশালা যায়। পড়াশোনা করে।

“পড়ে দত্ত শ্রীয়পতি সন্ধিমূল সন্ধিবৃত্তি
রাত্রিদিন করয়ে ভাবনা।
নিবিষ্ট করয়ে মন লিখে পড়ে অনুক্ষণ
বিদ্যাবিনে নহে অন্যমনা ॥” [৮]

এই তালিকার মধ্য দিয়ে আমরা তৎকালীন সমাজে শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলিত গ্রন্থতালিকা সম্পর্কে একটা ধারণা লাভ করতে পারি।

মঙ্গলকাব্যের যুগে কন্যাসন্তানের পড়াশোনার তেমন প্রথাভিত্তিক ব্যবস্থা ছিল না। খুল্লনার অক্ষর পরিচয় থাকলেও পাঠশালায় পড়াশোনার কথা নেই। আবার অন্তজ পরিবারে লালিত পুত্রসন্তান কালকেতুর শৈশবে খেলাধুলার পরিচয় থাকলেও ফুল্লরা প্রথম থেকে জীবন সংগ্রামে রত। আমরা তাকে প্রথম দেখি বাজারে মাংস বিক্রেতা মায়ের সঙ্গে –

“হিরা নিদয়ার কাছে মাশের পসার বেচে
ফুল্লরা বস্যাছে সন্নিধানে” [৯]

অন্যান্যক্ষেত্রে মধ্যযুগের কবিরা যেমন নায়িকার রূপ বর্ণনা করেন সেখানে দাঁড়িয়ে ফুল্লরার রূপের কোনো বর্ণনা নেই এই বিষয়ে ড. কৌশিক দাশগুপ্ত যথার্থই বলেছেন -- “আসলে কবি জানেন ফুল্লরা যে কৌম সমাজসম্ভুত সেখানে রূপ অপেক্ষা কর্মদক্ষতার কদর বেশি। তাই বারে বারে কর্মদক্ষতার দলিল থাকলেও রূপ বর্ণনা একেবারেই অনুপস্থিত।” [১০] এভাবেই নানা বাস্তবোচিত বিবরণে চন্ডীমঙ্গলে শৈশব-বাল্য কৈশোর বিচিত্র রঙে রঙীন হয়ে উঠেছে। সেযুগের সমাজের বাল্যবিবাহ ছিল সাধারণ ঘটনা। সাত থেকে বারো বছরের মধ্যে কন্যার বিবাহ না দিলে সেই সমাজ সেই কন্যার বাবামাকে ভিন্ন চোখে দেখত। চন্ডীমঙ্গল কাব্যেও পুরোহিত ঘটক লক্ষপতিকে যা বলেছেন তা সেদিনের সমাজেরই স্বর:

"সপ্ত বৎসরের কন্যা     বিভা দিলে  হয় ধন্যা
তার পুত্র কুলের প্লাবন
আহরিআ বর আনি      কহিআ মধুর বাণী
পন বিনে করিব সমর্পণ
নবম বৎসরে যদি       বর পাই যথাবিধি
তনয়া করিয়ে সম্প্রদান
তার পুত্র দিলে জল     সুরলোকে পাই স্থল
পিতৃলোকে হয় বহুমান
না বুঝায় কেহ তোমা      গত হইল দশ সমা
তথাপি না হৈল কন্যা দান
পরবেশে একাদশে        হৃদয়ে মদন বৈসে
নবরস হয় এক স্থান
না করি সে কর্ম ভাল    এগার বৎসর গেল
অপযশ করিলে সঞ্চয়
দ্বাদশ বৎসর বেলা রজঙ্গলা হয় বালা
পুরুষেরে নাঞি রহে তাহার  কামনা।" [১১]

একারণেই কন্যা একটু বড়ো হলে  পিতা মাতার চিন্তার কারণ হয়ে উঠতো বালিকা কন্যা।  পার্বতীর বিবাহ উপলক্ষে গিরিরাজও চিন্তিত হয়েছিলেন কুলীন বরের জন্য -

"অকুলীনে দিলে সুতা    সভা মাঝে হেট মাথা'
বংশে বংশে  থাকিবে গুঞ্জন" [১২]

এতকিছুর পরেও থাকত বৈধব্যের ভয় ও সতীন কন্টকিত জীবনের সমস্যা। চন্ডীমঙ্গলের বিস্তৃত পরিসরে এই সকল প্রসঙ্গ শৈশব বাল্য ও কৈশোরকে সমাজের নানা প্রতিবিম্বনে জীবন্ত করে তুলেছে।

## গ) ধর্মমঙ্গল কাব্যে বিন্যস্ত শৈশব বাল্য ও কৈশোর :

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত মূলতঃ রাঢ় বাংলায় ধর্মমঙ্গলের প্রসার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ধর্মমঙ্গলে রাঢ় অঞ্চলের বৃহৎ সমাজ রূপায়িত। চরম অলৌকিকতায় পূর্ণ ধর্মমঙ্গলে সমাজ বাস্তবতার পরিচয় রয়েছে। অন্যান্য মঙ্গলকবিদের সতো ধর্মমঙ্গলের কবিরাও চরিত্রের ক্রম পরিণতি তুলে ধরেছে। সন্তান আকাঙ্ক্ষায় রঞ্জাবতীর জীবনপণ সংগ্রাম যেমন রয়েছে তেমনই রয়েছে সন্তানের জন্মের পর নানা আচার পালনের প্রসঙ্গ। জাতকের জন্য ষষ্টিপূজা, অন্নপ্রাশনের বর্ণনা ধর্মমঙ্গলকে জীবন্ত করে তোলে–

‘ষষ্টদিনে তুষ্ট করে দেবী ষষ্ঠী মাকে।
দিনে দিনে বাড়ে যেন শুক্লপক্ষ শশী।
আনন্দে বিহ্বল দেখি মন্থরা রূপসী
তিনমাসে কোলে কুলে সবাকার বাসে
সাধে অন্নপ্রাশন করাল সাত মাসে’ [১৩]

শিশুর যত্নের পরিচয়ও রয়েছে ধর্মমঙ্গলে –

‘হরিষে হরিদ্রা তৈল মাখান মন্থরা
দিনে দিনে রঞ্জাবতী অতি মনোহরা ॥’ [১৪]

এছাড়াও লাউসেনের জন্ম, তাঁর ক্রন্দন দৃশ্য, শৈশবের খেলাধূলা কর্পূরের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ শিক্ষা যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেখানে আমরা আমাদের আলোচ্য বাল্য, শৈশব ও কৈশোরের উপাদানে পেয়ে যাই। সমসময়ের রাঢ় অঞ্চলের মানুষজনের সামগ্রিক পরিচয়ের পাশাপাশি শৈশব বর্ণনার মধ্য দিয়ে একেবারে মানবজন্মের আদিপর্বের প্রাথমিক অবস্থাটিকে সহজেই বুঝে নেওয়া যায়। রূপরাম ও ঘনরামের ধর্মমঙ্গলের বিবরণের সাপেক্ষে সমগ্র বিষয়টিকে আলোচনা করা যেতে পারে।

ঘ) **অন্নদামঙ্গল কাব্যে বিন্যস্ত শৈশব, বাল্য ও কৈশোর প্রসঙ্গঃ**

অষ্টাদশ শতকের মধ্যলগ্নে রচিত ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল মঙ্গলকাব্য ধারার অন্তিম কাব্য। রাজ আদেশে লেখা রাজসভার এই কাব্যটিতে অন্নদার পূজা প্রচারের পাশাপাশি রাজ মনোরঞ্জনের বিষয়টিই সর্বাধিক গুরুত্ব রয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই গার্হস্থ্য রসকে ছাপিয়ে অনেকক্ষেত্রেই আদি রসের প্লাবন দেখা দিয়েছে। তা সত্ত্বেও বেশ কিছু চরিত্রের শৈশব কৈশোরের রূপ আমাদের অবাক করে। ভারতচন্দ্র যুগসন্ধির কবি। তাঁর কাব্যে প্রজন্ম প্রেমের চিহ্ন সর্বজনবিদিত। তাঁর অন্নদামঙ্গলে প্রান্তিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকা মাঝি দেবী অন্নদার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন –

"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।" [১৫]

অন্নদামঙ্গলের দেবখন্ডেও প্রজন্ম চিন্তা স্বয়ং দেবী অন্নদাকে কাতর করেছে –

'দামাল ছাবাল দুটি অন্ন চাহে ভূমে লুটি
কথায় ভুলায়ে কেবা রাখিবে।' [১৬]

হরিহোড়ের বৃত্তান্তে ও হরিহোড়ের জন্ম বিষ্ণু হোড় পদ্মিনীকে আনন্দিত করেছে। দরিদ্রের বাড়িতে জন্ম নেওয়া এই সন্তানের লোকাচার পালিত হয়েছে যথা নিয়মে। তবে শৈশব কৈশোরের অনুপুঙ্খ বর্ণনা "অন্নদামঙ্গলে" সেভাবে না থাকলেও ভারতচন্দ্রের মতো শক্তিশালী কবির সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও এই গবেষণায় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

**তথ্যসূত্র :**


১. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলামঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জ্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা ৭৩, প্রথম যৌথ প্রকাশ মে ২০১৫, পৃ ৮ - ৯
২. ঐ, পৃ - ২১২
৩. কবিকঙ্কন মুকুন্দ চক্রবর্তী রচিত চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন সম্পাদিত, সাহিত্য অকাদেমি দিল্লি, সন্দর্ভে ব্যবহৃত মুদ্রণ ২০০৭ পৃ ৪১
৪. ঐ, পৃ - ৪১
৫. ঐ, পৃ - ৪১
৬. ঐ, পৃ - ২৮
৭. ঐ, পৃ - ২১৯
৮. ঐ, পৃ - ২২৩
৯. ঐ, পৃ - ৪২
১০. কৌশিক দাশগুপ্ত, মধ্যযুগীয় সাহিত্যে নায়িকা অণ্বেষণ, শ্রী ভারতী প্রেস, কলকাতা - ৪৭, প্রথম প্রকাশ ২০১১ পৃ - ২৮
১১. কবিকঙ্কন মুকুন্দ, পৃ - ১১৫
১২. পৃ - ১৫
১৩. মোহন পাল সম্পাদিত ঘনরাম রচনাবলী, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা - ০৯, প্রথম প্রকাশ ২০১১, পৃ ৯১।
১৪. ঐ, পৃ - ৯১
১৫. মদনমোহন গোস্বামী সম্পাদিত, ভারতচন্দ্র, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী ০১, ৪র্থ মুদ্রণ ২০১১, পৃ ৬৭
১৬. ঐ, পৃ - ৪৯

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

## চৈতন্য জীবনী গ্রন্থে বিন্যস্ত শৈশব, বাল্য ও কৈশোর :

**(CHAITANYA JIBANE GRANTHE BINYASTA SHAISHOB, BALYO O KAISHOR)**

চৈতন্যদেবের জন্ম সেদিনের মধ্যযুগের বাঙালির কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। মধ্যযুগের দেবনির্ভর সাহিত্যের মাঝে শ্রী চৈতন্যের জীবনকে সামনে রেখে তৈরি হয় একের পর এক জীবনী সাহিত্য। যেখানে একজন মানবের দেবতায়ণ ঘটেছে। মধ্যযুগের এই সময়ের সাহিত্যে চৈতন্যকে সামনে রেখে পদাবলীও রচিত হয়েছে। আমাদের আলোচ্য চৈতন্যজীবনী সাহিত্যেও চৈতন্যের জন্ম থেকে একেবারে নীলাচলে লীলা সংবরণ পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ের অনুপুঙ্খ বর্ণনা বৈচিত্র্যের সঙ্গে প্রকাশিত হল। চৈতন্যজীবনী সাহিত্যগুলির মধ্যে প্রধান চারটি জীবনীসাহিত্য হল -- ১) বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত
২) জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল
৩) লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল
৪) কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত

'চৈতন্যভাগবত' ও দুটি 'চৈতন্যমঙ্গলে' চৈতন্যদেবের বাহ্যিক জীবন গুরুত্ব পেয়েছে। অন্যদিকে 'শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে লক্ষ্য করা গেছে তত্ত্বের প্রাধান্য। এ সবের মাঝেই উঠে এসেছে শ্রীচৈতন্যের শৈশব, বাল্য ও কৈশোর।

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত জীবনী সাহিত্যের ধারায় গঙ্গোত্রী। চৈতন্যকে সামনে রেখে নবদ্বীপ কেন্দ্রিক চিন্তা ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ করা গেছে চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে। প্রথমখন্ডে কোষ্ঠীগণনা, নামকরণ ও বিদ্যাশিক্ষার কথা গুরুত্বের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণলীলার অনুসরণে বালক চৈতন্যের খেলা বেশ চমকপ্রদ।

"যে সময়ে কোহোজন না থাকয়ে ঘরে।
যে কিছু থাকয়ে ঘরে সকল বিথারে॥
বিথারিয়া সকল ফেলায় চারি ভিতে।
সর্ব্বঘর ভরে তৈল দুগ্ধ ঘোল ঘৃতে।" [১]

চৈতন্য ভাগবতে ভক্ত কবির দৃষ্টিতে নিমাই এর বাল্য ক্রিড়া দিব্য ক্রিড়ায় রূপান্তরিত। বাৎসল্য রসের পদে, শ্রীকৃষ্ণের শৈশব, বাল্যেও এমনই দুগ্ধ-ননির আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়---

"দাঁড়াইয়া নন্দের আসে গোপাল কান্দে অনুরাগে
বুক বাহিয়া পড়ে ধারা
না থাকিব তোমার ঘরে অপযশ দেহ মোরে
মা হইয়া বলে ননিচোরা ॥" [২]

দুই চৈতন্যমঙ্গলেই শিশুর জন্মের পর লোকাচার বর্ণনার বিষয়টি অসামান্য।

"ছয় দিবসে লৈঞা জত বন্ধুজনে।
করিলা সুতিকা পূজা বিবিধ বিধানে॥" [৩]

লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গলে পিতার মৃত্যুর পর সন্তানের পড়াশোনোর জন্য মায়ের দায়িত্ব যেভাবে প্রকাশিত তা অন্যান্য চৈতন্যজীবনী গ্রন্থে বিরল --

"পড়াইও মোর পুত্রে তোমরা ঠাকুর।
রাখিবে আপন কাছে না করিবে দূর ॥
পিতৃশূন্য পুত্র মোর পিরিতি করিবে।
আপন তনয় হেন ইহারে জানিবে ॥" [৪]

পিতৃহীন কৈশোরের প্রারম্ভে মায়ের ভূমিকা অত্যন্ত স্পষ্ট। সেই সময়ের পাঠ্যসূচি সম্পর্কেও লোচন দাসের কাব্যে অনুপুঙ্খ বিবরণ রয়েছে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রথম অগেয় কাব্য। শ্রীচৈতন্যকে সামনে রেখে বৃন্দাবন কেন্দ্রিক চিন্তাভাবনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। আদি লীলায় সূত্রাকারে উঠে এসেছে শ্রীচৈতন্যের বাল্য ও কৈশোর জীবন। আদি লীলার চতুর্দশ পরিচ্ছেদ, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ, ষোড়শ পরিচ্ছেদে বাল্য, পৌগন্তের যে সুত্রাকার বিভাজন লক্ষ্য করা যায় তা অসামান্য। চৈতন্যের জীবনীগ্রন্থে মানবের দেবতায়ন ঘটেছে। তা সত্ত্বেও অলৌকিক ফ্রেমের ভিতর সেকালের ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম নেওয়া এক শিশু, যিনি পরবর্তীকালে জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠবেন, আচন্ডালে প্রেমদান করবেন তার শৈশব - বাল্য - কৈশোর যেভাবে উঠে এল তা অনন্য।

<u>তথ্যসূত্রঃ</u>

১. বৃন্দাবন দাস, শ্রী শ্রী চৈতন্য ভাগবত, ১৭৭৬ শকাব্দ, শ্রীরামপুর, পৃ - ১৬
২. শ্রী খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রী সুকুমার সেন, শ্রী বিশ্বপতি চৌধুরী ও শ্রী শ্যামপদ চক্রবর্তী সম্পাদিত, বৈষ্ণব পদাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পঞ্চদশ সংস্করণ, ২০০৪, পৃষ্ঠা ১৫
৩. জয়ানন্দ : সুখময় মুখোপাধ্যায়, রাণা সুমঙ্গল সম্পাদিত, চৈতন্যমঙ্গল, বিশ্বভারতী, কলকাতা, বর্তমান সংস্করণ - ১৯৯৪, পৃষ্ঠা - ১৭
৪. ঐ, পৃষ্ঠা - ১৮

# সপ্তম পরিচ্ছেদ

## রোসাঙ সাহিত্যে ও ইসলামী সাহিত্যে বিন্যস্ত শৈশব, বাল্য ও কৈশোর প্রসঙ্গ :

## (ROSANG SAHITYE O ISLAMI SAHITYE BINYASTA SHAISHOB, BALYO O KAISHOR)

পঞ্চদশ শতক থেকেই মুসলিম কবিরা ভিন্ন ধারার সাহিত্য রচনা শুরু করেন। মধ্যযুগের দেববাদের পরিবর্তে এই সকল সাহিত্যে মানবরসের ধারা বেশি করে প্রবহমান। ইউসুফ জোলেখার মধ্য দিয়ে এই ধরণের সাহিত্য রচনার সূত্রপাত ঘটে। আরাকান রাজসভায় দুই শক্তিশালী কবির প্রতিভায় রচিত হল লোরচন্দ্রানী ও পদ্মাবতী। মুসলিম কবি লিখিত মধ্যযুগের এই সাহিত্যকর্মে বিন্যস্ত শৈশব - বাল্য - কৈশোর প্রসঙ্গকে দুটি পর্বে বিন্যস্ত করে আলোচনা করবো --

ক) রোসাঙ সাহিত্যে বিন্যস্ত শৈশব - বাল্য - কৈশোর প্রসঙ্গ

খ) ইসলামী সাহিত্যে বিন্যস্ত শৈশব - বাল্য - কৈশোর প্রসঙ্গ

**ক) রোসাঙ সাহিত্যে বিন্যস্ত শৈশব - বাল্য - কৈশোর প্রসঙ্গঃ**

সপ্তদশ শতকে চট্টগ্রামের আরাকান রাজসভায় দৌলত কাজি ও আলাওলের মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ সাহিত্যের সূচনা হয়। দৌলতকাজি লোর চন্দ্রানী রচনা করেন। আলাওলের হাত দিয়ে রচিত হয় - 'পদ্মাবতী,' 'সয়ফুল মুলুক বিদউজ্জমাল,' 'হপ্তপয়কর,' 'তোহকা ও সেকেন্দরনামা'। এর মধ্যে পদ্মাবতী আলাওলের শ্রেষ্ট রচনা। রোসাং রাজসভায় রচিত এই আখ্যানটি রোমান্সধর্মী। এই কাবে সুফি দর্শনের সূক্ষাতি সূক্ষ বিস্তার আছে। তা সত্ত্বেও এই কাব্যে পদ্মাবতীর বর্ণনায় জন্মকথা শৈশব প্রসঙ্গ, তাঁর মেয়েবেরার বিচিত্র বিস্তার অনুপুঙ্খভাবে উঠে এসেছে। কবির ভাষায় পদ্মাবতীর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে পদ্মাবতীর বিভায় গোটা রাত্রি দিবসে পরিণত --

'সম্পূর্ণ হইল যদি শুভ দশমাস।
জন্মিলেক পদ্মাবতী জগতে প্রকাশ ৷৷
রজনী হইল প্রভা দিবস আকার।
সঘন তিমির জিনি বিদ্যুৎ সঞ্চার৷৷' [১]

যথা নিয়মে লোকাচার পালিত হয়েছে। একটু বড়ো হয়ে পদ্মাবতী যখন পাঁচ বছরের বালিকা তখন তাকে গুরুর কাছে পড়াশোনার জন্য পাঠানো হয়েছে ----

"পঞ্চম বরিষ যদি হৈল রাজবালা
পড়িতে গুরুর স্থানে দিল ছাত্রশালা।" [২]

এই পাঠশালা পদ্মাবতী শাস্ত্র, বেদ অধ্যয়ন করেছে। এমনকি তার এই পড়াশোনা তাকে এতটাই সমৃদ্ধ করেছে যে সেই সময়ের নৃপগণ তার ব্যাখ্যা শুনে সে যে সুপন্ডিতা তা মেনে নিয়েছে ----

"শাস্ত্রবেদ পড়ে কন্যা হৈল গুণবান।
চতুর্দিকে নৃপগণে শুনিল বাখান৷৷" [৩]

সিংহল দ্বীপের রাজকন্যা পদ্মাবতী।
মোহন সুরূপ সুপন্ডিতা গুণবতী ৷৷ [৪]

'পদ্মাবতী' কাব্যের নায়িকা পদ্মাবতী। দৌলত ও আলাওল শুধুই রূপবতী করেন নি। গুনবতীও করে তুলেছেন। বিশেষতঃ মধ্যযুগের কবিরা যখন শৈশব, বাল্য কৈশোরের বর্ণনা দেন, সেখানে একজন পুরুষ শিশুর বিষয়টিকে যতটা গুরুত্ব দেন, ততটা গুরুত্ব দেন না একজন নারী শিশু, বালিকা বা কিশোরীর ক্ষেত্রে। যদি বা দেন সেখানে নারী পাঠশালায় যাচ্ছে এমন দৃশ্য দুর্লভ। চন্ডীমঙ্গলেও বণিকখন্ডে দেখা যায় লীলাবতি মিথ্যা পত্র রচনা করেছে। সেই কপট পত্রের হস্তাক্ষরও চিনতে পেরেছিল খুল্লনা। চন্ডীমঙ্গলের অভিজাত সমাজে পুত্রসন্তানের জন্য পাঠশালার ব্যবস্থা থাকলেও কন্যাসন্তানের জন্য নিয়ম করে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পড়াশোনার ব্যবস্থা ছিল না। লীলাবতী বা খুল্লনা ঘরেই লেখাপড়া শিখে থাকবেন। তবে তারা শাস্ত্র জানা 'সুপন্ডিতা' ছিলেন না। কিন্তু এখানে পদ্মাবতী রীতিমতো বিদুষী। রোমান্সধর্মী আখ্যানে পদ্মাবতীর শৈশবের এই দিক সামগ্রিক মধ্যযুগীয় আখ্যানে স্বতন্ত্র। দৌলত আলওল রত্নসেনের শৈশবও এতো গুরুত্ব দিয়ে নির্মাণ করেন নি। অবিভক্ত বাংলায় যেখানে কন্যাসন্তানকে সমাজ খুব আদরণীয় করে গড়ে তোলেনি সেখানে দাঁড়িয়ে পদ্মাবতীর বাল্য শৈশব ও কৈশোর জীবন ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত যা অবশ্যই গবেষণার বিষয় হতে পারে।

খ) **<u>ইসলামি সাহিত্যে বিন্যস্ত শৈশব, বাল্য কৈশোরঃ</u>**

ইসলামি ভাব-পরিমন্ডলে একাধিক সাহিত্য রচিত হয়েছে বাংলা ভাষায়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও কিছু গীতিকবিতা ধর্মীয় পদের পাশাপাশি বেশ কিছু আখ্যান কাব্য গড়ে উঠেছিল। এগুলির বেশিরভাগই রোমান্টিক প্রণয় কাব্য। তুর্কি আক্রমণের পর বঙ্গদেশে মুসলিম শাসকের আধিপত্যের পাশাপাশি ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চায় মুসলিম ঐতিহ্য অবাধে প্রবেশ করে। আরবীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মুসলিমদের পরিচিতির ফলে তারা ইরানী গাল-গল্পের প্রতি আকর্ষিত হয়েছিল। ইরান-তুরানের গল্পকাহিনীতে রোমান্টিক চিন্তাচেতনার পরিচয় রয়েছে। মধ্যযুগের সাহিত্যে দেববাদের বিষয়টি সাধারণভাবেই চোখে পড়ে। এমনকি জীবনীসাহিত্যেও মানুষ চৈতন্যও অবতারত্বে প্রতিষ্ঠিত। সেখানে মুসলমান কবিদের আখ্যানে দেব চরিত্রের প্রভাব মানব চরিত্রে পড়েনি। ইসলাম ধর্মে অবতারবাদের স্থান নেই। অদ্বিতীয় আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্য নেই। কবিগণ আল্লাহর বানী প্রচার করেছেন মাত্র। আল্লাহের মর্তে আগমনের বিষয়ও নেই। তাই ধর্মের প্রত্যক্ষ আবরণও নেই তার পরিবর্তে রয়েছে বলিষ্ঠ জীবনবাদ।

ইসলামি সাহিত্যে বৃহৎ অংশ জুড়েই রক্তমাংসের মানুষের প্রণয় পিপাসা ব্যক্ত হয়েছে। চৌদ্দশতকের শেষ থেকেই এই ধরণের কাব্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পনেরো শতকের গোড়াতে 'ইউসুফ জোলেখার' মধ্য দিয়ে এর সূত্রপাত। মধ্যযুগের এই ইসলামি সাহিত্যের একটা তালিকা করা যেতে পারে–

| কাব্যের নাম | কবির নাম | সময়কাল |
|---|---|---|
| ইউসুফ জোলেখা | শাহ মুহম্মদ সুগীর | পনেরো শতক |
| লায়লী - মজনু | দৌলত উজির বাহারাম খান | ষোড়শ শতক |
| মধু মালতী | মুহম্মদ কবীর | ষোড়শ শতক |
| হানিফা কয়রাপরী | সাবারিদ খান | ষোড়শ শতক |
| চন্দ্রাবতী | কোরেশী মাগন ঠাকুর | সতেরো শতক |
| লালমতি সয়ফুল মুলুক | আব্দুল হকিম | সতেরো শতক |
| ওলে বকাওলী | নওয়াজিস খান | সতেরো শতক |
| শাহাজালাল মধুমালা | মঙ্গলচাঁদ | সতেরো শতক |
| মৃগাবতী | মুহম্মদ মুকীম | অষ্টাদশ শতক |

একই কাব্যের একাধিক রচয়িতাও আছেন। যেমন আবদুল হাকিমও ইউসুফ জোলেখা রচনা করেছিলেন। এই সকল কাব্য কাহিনীতে প্রতিফলিত বাল্য, শৈশব ও কৈশোর আমাদের আলোচ্য বিষয়। এই কাব্যগুলির মধ্যে ইউসুফ জোলেখা বর্ণনামূলক আখ্যানকাব্য। বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনার মধ্য দিয়ে কাব্যের কাহিনী সৃষ্ট হয়েছে। জোলেখার জন্মবৃত্তান্তের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে আখ্যান –

'দেবধর্ম আরাধি বহুল পুণ্যফলে।
মহাদেবী গর্ভবতী হৈলা কতকালে।
দশমাস গর্ভজদি হৈল সপূরণ
কন্যারত্ন প্রসাবিলা জগত মোহন ॥' [৫]

কন্যারত্নের রূপ বর্ণনার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন --

'মদন মঞ্জুরী তনু ত্রিবলি সুবলি।
অরবিন্দে কুসুমিত জেহ্ন পেখি অলি ॥ [৬]

শুধুমাত্র কন্যাশিশুর রূপ বর্ণনা নয়, কারাগারে ইউসুফ বন্দি থাকার সময়ও শিশু কর্তৃক সাক্ষ্য ও তত্ত্বজ্ঞান দান করেছে। বিষয়টির মধ্যে অলৌকিকতা থাকলেও শিশুকে দিয়ে পরমার্থ প্রসঙ্গ এবং সাখ্যদান সংগঠিত হয়েছে ---

"কহিতে লাগিল শিশু আজিজ সম্বোধি।
শুনহ আজিজ তুক্ষি কেহ্নে হেন বুদ্ধি
এহি কার্য যুক্ত নহে ইচ্ছুক সুমতি।
সর্বথায় ন করিঅ তাহান দুর্গতি ॥
মতিমন্ড সুবুদ্ধি ইচ্ছুক পরিনিষ্টা।
জগত করিয়া আছে তাহান প্রতিষ্ঠা।" [৭]

ইউসুফ জোলেখার এই সকল অংশে শিশুর এহেন সক্রিয়তা কাব্যটিকে আলাদা তাৎপর্য দান করে।
"লায়লী - মজনু' কাব্যেও জন্মবৃত্তান্তের মধ্য দিয়েও কাহিনীর সূত্রপাত।

"ঠাঞির সহিতে শিশু নাহিক বাজনা।
কোলেতে না রহে পুনি কর এ রোদনা।' [৮]

শিশু মজনুর কান্নায় পিতা মাতা চিন্তিত ---

"কদাচিৎ শিশুর রোদনা নাহি শান্ত
মাতা পিতা ইষ্টগণ উপায় চিন্তিত।" [৯]

এই শিশুই শান্ত হয় রূপসী বিদ্যাধরী কোলে নিলে।

'যুবতী সুন্দরী অতিরূপে বিদ্যাধরী।
একদিন শিশুরে লইল কোলে করি ॥
রোদন হইল শান্ত স্থির হৈল চিত।
পুলকিত শরীর বদন উল্লসিত।" [১০]

ভাবি কালের প্রেমিকের আইডেন্টী তৈরি করছেন কবি সচেতনভাবেই। অতি শৈশবেই তার আশ্চর্য প্রকাশ বালক কালেই মজনুর রূপে চৌম্বক পাথরের আকর্ষণ শক্তি –

“যুবক কালেতে হৈব যে সব চরিত।
বালক কালেতে হৈল সে সব বিদিত॥
বালক মহিমা যেন চমক পাথর।
যদি মন লোহ হত্র টান এ সত্ত্বর ॥ [১১]

লায়লী - মজনু কাব্যে লায়লীর পাঠশালায় পাঠের প্রসঙ্গ রয়েছে –

“সেই উদ্যানেতে গিয়া এস সুমতি।
গুরুপদ ভজিয়া পড় এ প্রতিনিতি ॥
সুন্দর বালকগণ অতি সুচরিত।
একস্থানে সণ্ডানে পড় ও আনন্দিত ॥
সেই পাঠশাত পড় এ কথ বালা।
সুচরিতা সুললিতা নির্মলা উজ্জ্বলা ॥” [১২]

‘লয়লী - মজনু’ পরবর্তীকালে রচিত ‘পদ্মাবতী’ কাব্যেও পদ্মাবতীর পাঠশালায় পাঠ গ্রহণের প্রসঙ্গ রয়েছে। মেয়েদের শিক্ষাগ্রহণের এই দৃশ্য সত্যিই দুর্লভ।

কৈশোরে আগত লায়লী এবং মজনু প্রেমব্যকুলতা এই কাব্যে চিরন্তন ব্যকুলতার স্পন্দনকে ধ্বনিত করেছে --

“কোন মেঘে আচ্ছাদিল ঐ চাঁদ বিমল।
নয়ান থাকিতে মোর হৈঁলু অন্ধল ॥
পাঁজরে আছিল শুক কে দিল উড়াই।
ছিঁড়িল কণ্ঠের হার কে দিব জোড়াই ॥” [১৩]

একাব্যে প্রেমের উত্তাপে বিরহে লায়লী- মজনু ক্রমশ যৌবনের পথে এগিয়ে গেছে। ইসলামী ভাব পরিমন্ডলে রচিত এই কাব্যগুলিতে বাল্য, শৈশব ও কৈশোরের যে সুনির্দিষ্ট উপাদান জড়িয়ে রয়েছে তা বাস্তবানুগ এবং অনুপুঙ্খ গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১. আব্দুল করিম সম্পাদিত, আলাউল বিরচিত পদ্মাবতী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ - ৪৮
২. ঐ পৃ - ৪৯
৩. ঐ পৃ - ৪৯
৪. ঐ পৃ - ৫০
৫. মুহম্মদ এনামূল হক সম্পাদিত, শাহ মুহম্মদ জগীর রচিত ইউসুফ জোলেখা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ১১০০, মে ১৯৮৪, পৃ - ১১৭
৬. ঐ পৃ - ১১৭
৭. ঐ পৃ - ১১৫
৮. আহমদ শরীফ সম্পাদিত দৌলত উজির বাহারাম খান বিরচিত লায়লী মজনু, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৮, পৃ - ১০৮
৯. ঐ, পৃ - ১০৮
১০. ঐ, পৃ - ১০৮
১১. ঐ, পৃ - ১০৯
১২. ঐ, পৃ - ১১২
১৩. ঐ, পৃ - ১১৩

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

# নাথ সাহিত্য ও ময়মনসিংহ গীতিকায় বিন্যস্ত শৈশব বাল্য ও কৈশোর প্রসঙ্গঃ
# (NATH SAHITYE O MAYAMANSINGH GITIKAYA BINYASTA SHAISHOB, BALYO O KAISHOR PROSANGO)

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতক জুড়ে রচিত নাথ সাহিত্য ও ময়মনসিংহ গীতিকায় আখ্যানের মধ্যে বিবিধ প্রসঙ্গের মাঝে কখনো কখনো চরিত্রগুলির বাল্য, শৈশব, কৈশোরের নানা দিক উঠে এসেছে। মুক্তি আকাঙ্ক্ষা কাতর নাথ যোগীদের মধ্যে সংসারের বন্ধন স্বাভাবিক ভাবেই তুচ্ছ আবার লোকায়ত জীবন থেকে উদ্ভূত গীতিকাগুলি জীবনের বিচিত্র রঙে রঙীন। এই দুই ধারার সাহিত্যে প্রকাশিত বাল্য, শৈশব, কৈশোরের বিবিধ প্রসঙ্গ এই অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

**নাথ সাহিত্যে বিন্যস্ত বাল্য শৈশব ও কৈশোর :**

নাথ-যোগী ও সিদ্ধাচার্যদের কথা বাংলা সাহিত্যের একেবারে জন্মলগ্নের সঙ্গে জড়িত। তবে নাথ সাহিত্য খুব প্রাচীন নয়। নাথ সাহিত্যকে প্রধান দুটি ধারায় বিভক্ত করা চলে। একটি 'গোর্খবিজয়' বা 'মীনচেতন' -- এটি সিদ্ধাদের কাহিনি, মীননাথ ও তার শিষ্য গোরখনাথের কাহিনি। এখানে গোরক্ষনাথ তাঁর মোহগ্রস্ত গুরুকে উদ্ধার করেছেন। অন্যদিকে আর একটি ধারা হল 'ময়নাবতী' বা গোপীচন্দ্রের গান'। এখানে রাজা গোপীচন্দ্রের (গোবিন্দচন্দ্রের) সন্ন্যাস। এবং এর সঙ্গে ময়নাবতি ও হাড়ি পা'র যোগবিভূতির কথা গুরুত্ব পেয়েছে।

নাথ সাহিত্যে সিদ্ধ যোগীদের অলৌকিক ক্ষমতা ও মূলতঃ আধ্যাত্মিক আকাঙ্খার কথা আখ্যানের মধ্য দিয়ে পল্লবিত হয়েছে। আখ্যানের প্রয়োজনে চরিত্রগুলির বাল্য, শৈশব বা কৈশোর গুরুত্ব পায়নি বরং খানিকটা উপেক্ষিত থেকেছে। শিশু যেখানে ভবিষ্যতের নাগরিক সেখানে দাঁড়িয়ে নাথ যোগীরা সাধারণভাবেই ব্যস্ত থেকেছে শুধুমাত্র নিজেদের পার্থিব মোহমুক্তির জন্য। 'গোর্খবিজয়' এর কাহিনিতে বিন্দুনাথের মতো শিশু রয়েছে কিন্তু বিন্দুনাথের সেখানে শৈশব নেই। শিশু বিন্দুনাথ শুধুমাত্র ব্যবহৃত হয়েছে। যাতে মীননাথ সংসার ত্যাগ না করেন তাই মীননাথের কোলে বিন্দুনাথকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কমলা, মঙ্গলা ভেবেছে পুত্র-স্নেহের বন্ধনে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবেন মীননাথ –

> 'বিন্দুনাথেরে মীনের কোলে দিয়া
> মঙ্গলা কমলা দুই পাসেতে বসিয়া
> মধুর কহেন কথা ঝারি বাধে কেস
> দুই পা মুছিয়া করে রতি বেস।' [১]

অন্যদিকে গোরক্ষনাথও চেয়েছে গুরুদেবের সম্পূর্ণ মোহ মুছে দিতে। তখনও বিন্দুনাথকেই তিনি বেছে নেন। গোরক্ষনাথ তখন গুরুকে প্রচন্ড আঘাতে জাগানোর জন্য মীননাথের কোল থেকে পুত্র বিন্দুনাথকে তুলে নিয়ে সরোবর থেকে স্নান করিয়ে আনার অছিলায় একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে মাটিতে আছড়ে মেরে ফেললেন। তারপর নখাঘাতে তার পেটের নাড়িভুড়ি বের করে নিয়ে মীননাথের সামনে হাজির করলেন –

"বিন্দুনাথ মারিয়া দেখাইমু লোক।
তবে সে জানিবা গুরু **সাচাহেন** মোক ॥
মারিমু তাহার পুত্র দিমু জিয়াইয়া।
ভাঙ্গিমুজে ঘর খানি দিমু জোড়াইয়া ॥
আছে কি না য়াছে গুরু চাহিমু পরিক্ষিয়া ।
য়াপনার গুণঙ্গান বেক্ত করিয়া
ভাবিয়া চিন্তিয়া নাথ মন কৈল স্থির ॥
বিন্দুনাথ কোলে করি হইল বাহির ॥
এহিমতে চলি গেল সরোবর তিরে
নাথ দুই হস্তের নখে বিন্দুক বিদারে ॥" [২]

এরপরই গোরক্ষনাথ তার অর্জিত যোগজ্ঞানের সাহায্যে বিন্দুনাথকে বাঁচিয়ে তুলেছেন। মঙ্গলার সমস্ত প্রতিরোধ বিফলে গেল। পিতা আর পুত্রের কথা ভাবেন নি। সমগ্র আখ্যানে বিন্দুনাথের শৈশব কৈশোরের পরিবর্তে যোগগুরুরা শিশুকে সামনে রেখে যে আচরণ করেছেন তাতে পার্থিব জগৎ তথা রক্তমাংসের বাস্তবে দাঁড়ায়ে থাকা শিশুরা তাদের কাছে কতটা তুচ্ছ ছিল তাই বেশি করে প্রতিভাত হয়।

'গোপীচন্দ্রের গান' বা 'ময়নামতী' কাহিনিতে অলৌকিকতার আবহ মেশানো। গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রের মা ময়নামতী গোরক্ষনাথের শিষ্য। ময়নামতী যখন কিশোরী তখনই তাকে দীক্ষা দেন গোরক্ষনাথ। তার শিশুমতি নাম বদল করে নাম রাখা হয় ময়নামতী। এই ময়নামতী বড়ো হলে বিয়ে হয় মানিকচন্দ্রের সঙ্গে। স্বামীকে অমর করে তোলার জন্য 'মহাজ্ঞান' শিখিয়ে দিতে চান কিন্তু স্ত্রীকে গুরু হিসেবে মেনে নিতে চান না মানিকচন্দ্র। অচিরেই আয়ু শেষ হয়ে আসে মানিকচন্দ্রের। মানিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর জন্ম হয় গোপিচন্দ্রের –

"মাণিকচন্দ্র মরি গ্যাল গোপিচন্দ্র হৈল।
হেমাই পাত্র বলি মএনা ডাকিবার লাগিল ॥
কি কর হেমাই পাত্র কার পানে চাও।
শিঘ্রগতি সোনা দাইক আনিয়া জোগাও ॥
জখন হেমাই পাত্র ছাইলাক দেখিল
দেখিয়া হেমাই খুসি ভার হৈল।" [৩]

গোপীচন্দ্রের জন্মের পর সোনা দাই নাড়ীচ্ছেদ করে। ছয়মাস পরে ময়নার গুরুদেব স্বয়ং এসে নামকরণ করেন –

মএনার গুরুশিব গোরেকনাথক আনলে ডাক দিয়া।
গোপিচন্দ্র নাম থুইল পাটত বসিয়া ॥ [৪]

মা ময়না সন্তানের পড়াশোনার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু সাত বছর বয়সেই পাত্রির সন্ধান করছেন। হয়তো এই সম্প্রদায়ের মধ্যে এমনই ব্যবস্থা ছিল --

" বছরেকের ছেলে আমি রাজাই করিব
গুরুর পাঠালয়ে মহারাজাক সম্বলব করিব
বিদ্দা পড়িয়া রাজার হরসিত মন
আপনার মহলক নাগি করিল গমন

সাত বছরকার বয়স হৈল পাটত বসিয়া
তখন পাত্রি দ্যাখে বুড়ি মএনা ধিয়ানত বসিয়া ৷৷
ধিয়ানত বমি মাএনা পাত্রি দেখিল
হরিচন্দ্র রাজার কন্যা রদুনাক পদুনাক দেখিল ৷৷" ৫

এই সকল অংশে শৈশবের কিছুটা বর্ণনা রয়েছে শুধুমাত্র তথ্য হিসেবেই। বাল্যে বিবাহ হয়েছে গোপীচন্দ্রের। মানিক চন্দ্রের ইচ্ছা অনুসারেই সে রাজা। তবে কৈশোরের নিপুন প্রতিচ্ছবি এখানে নেই। নাথ - দর্শন অনুসরণ করেই কাহিনি এগিয়ে গেছে। ময়নামতী জানতে পারেন গোপীচন্দ্রের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই সন্ন্যাস গ্রহণ না করলে ছেলেরও বাবার মতো অকালমৃত্যু হবে। গোপীচন্দ্রকে সন্ন্যাসের জন্য অনুপ্রাণিত করতে থাকেন। ছেলে সংসার ত্যাগ করতে চান না। শুরু হয় দ্বন্দ্ব এই দ্বন্দ্বেও মায়ের গভীর বাৎসল্য প্রকাশিত। বা অধ্যাত্ম ভাবনার মাঝেও একজন পার্থিব মায়ের হৃদয় উন্মোচিত করে। মধ্যযুগের আখ্যানে নাথ সাহিত্য এই প্রসঙ্গ নিঃসন্দেহে অন্য ধারার কাহিনি তা বলা অপেক্ষা রাখে না।

**<u>ময়মনসিংহ গীতিকায় বিন্যস্ত বাল্য, শৈশব ও কৈশোর :-</u>**

মধ্যযুগের ধর্মনির্ভর সাহিত্যধারায় 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' একটি স্বতন্ত্র ভাবের সাহিত্য। গীতিকা বলতে সাধারণভাবে লোক কথা আশ্রিত গানকেই বোঝানো হয়। ইউরোপের মধ্যযুগের সাহিত্যেও এই ধরণের গীতিকা ব্যালাড নামে জনপ্রিয় হয়েছিল। মূলতঃ প্রেমই এ গীতিকাগুলির প্রধান অবলম্বন। 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র প্রথম খন্ডটি 'মৈমনসিংহ গীতিকা' নামে ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' মোট চারটি খন্ডে প্রকাশিত হয়। এর পালার সংখ্যা পঞ্চাশটি।

পূর্ববঙ্গ গীতিকার প্রথম খন্ড ময়মন সিংহ গীতিকায় পালার সংখ্যা দশটি --- মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা দেওয়ান ভাবনা, দস্যু কেনারামের পালা, রূপবতী, কঙ্ক ও লীলা, কাজলরেখা, দেওয়ানা মদিনা। এই পালাগুলির সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে। চন্দ্রকুমার দে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলার 'সৌরভ' পত্রিকায় মহিলাকবি চন্দ্রাবতী সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখলে দীনেশচন্দ্র পত্রিকা সম্পাদক কেদারনাথ মজুমদারের মাধ্যমে চন্দ্রকুমারের সঙ্গে পরিচিত হন এবং পালা সংগ্রহে উৎসাহিত করেন। প্রাপ্ত গীতিকাগুলিতে বাস্তবের মাটির গন্ধ ও লোকায়ত জীবনরসের সন্ধান পাওয়া যায়। শ্রদ্ধেয় দীনেশ সেন এই গীতিকাগুলি সম্পর্কে বলেছেন –

'এই গীতি সাহিত্যের উদার উন্মুক্ত ক্ষেত্রে প্রেমের অনাবিলগত ধারা ছুটিয়াছে তাহা প্রস্রবণের মত অবাধ, নির্ঝরের মত নির্মল, শ্যামল ক্ষেত্রের উপর মুক্তা বর্ষা। বর্ষার অফুরন্ত মহাদানের ন্যায় অজস্র। এই ভালবাসার পুরস্কার -- দুঃসহ অত্যাচার, উৎকট বিপদ, মৃত্যু ও বিষপান।

এই প্রেমের ভালোবাসার বাইরে কিছু কিছু ক্ষেত্রে চরিত্রগুলির বাল্য শৈশবের বর্ণর্না বেশ জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

'মহুয়া' পালায় ডাকাতের সর্দার এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছয়মাসের শিশুকন্যাকে গভীর রাত্রে চুরি করে নিয়ে আসে। স্নেহে যত্নে এই কন্যাকে সে মানুষ করতে থাকে ----

"ছয় মাসের শিশু কন্যা বচ্ছরের হৈল।
পিঞ্জরে রাখিয়া পঙ্খী পালিতে লাগিল।
এক দুই তিন করি শুল বছর যায়।
খেলা কছরত তারে যতনে শেখায়॥ [৭]

মৌখিক পরম্পরায় প্রাপ্ত গীতিকার কাহিনিতে প্রান্তিক সমাজে থাকা, খেলা দেখিয়া জীবন ধারণ করা ডাকাত প্রতিপলিতা শিশু কন্যার শৈশব কেমন হতে পারে তা নিঃসন্দেহে গবেষণার দাবী রাখে। প্রায় পঞ্চাশটি গীতিকায় পূর্ববঙ্গের দ্বিগুণ অঞ্চলে প্রচলিত এই গীতিকাগুলি বিভিন্ন পরিসরে লালিত চরিত্রগুলির সাপেক্ষে এই অংশটি আলোকিত হবে।

**<u>তথ্যসূত্র :</u>**

১. মুনশী আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ সম্পাদিত গোরক্ষ বিজয় (শেখ ফয়জুল্লা মরহম প্রণীত) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির, কলিকাতা, ১৩২৪, পৃ - ১৭৩।
২. ঐ পৃ - ১৮৩
৩. শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন এবং শ্রী বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত গোপীচন্দ্রের গান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২২, পৃ ৪৮
৪. ঐ পৃ - ৫২
৫. ঐ পৃ - ৫২ - ৫৩
৬. শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন, (ভূমিকা) রত্নদ্যুতি গিরি আলোচিত মৈমনসিং গীতিকা, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা - ৩৯, পুনর্মুদ্রণ ২০১৯, পৃ - ০৮
৭. ঐ পৃ ৩১

## নবম পরিচ্ছেদ

## উপসংহার :

## (Upasanghar)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগের বিরাট কালপর্বে রয়েছে বিভিন্ন আখ্যান কাব্যের বিচিত্র বিস্তার। কোনো আখ্যান কাব্যের অবলম্বন দেবতা বা দেবী আবার কোথাও মানুষেরই কথা অগ্রাধিকার পেয়েছে। এই সমস্ত আখ্যানে কাহিনির প্রয়োজনেই এসেছে চরিত্রগুলির শৈশব, বাল্য ও কৈশোরের বিবিধ প্রসঙ্গ। সময়, প্রেক্ষিত ও বিষয় বদলের সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গেরও বদল ঘটেছে। মানুষের জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ তিনটি পর্যায় মধ্যযুগের কবিদের হাতে কিভাবে বিকশিত হয়েছিল। তাই আমরা এই গবেষণা পত্রে লক্ষ করছি। তুর্কি আক্রমণ পরবর্তীকালে বাঙালি যখন পৌরুষের অনুসন্ধান করেছে তখন অনুসারী সাহিত্যে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি বালক বীর রামকে, বা বীর কৃষ্ণকে। মঙ্গলকাব্যে দেবতার মানবায়ণ ঘটেছে। সেখানে সমাজ কাব্যের স্তরে স্তরে পল্লবিত। আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে চরিত্রগুলির শৈশব কৈশোরের নানা রঙের দিনগুলি। যে বয়েসে কালকেতু ভালুক শিশুকে নিয়ে খেলা করে সেই বয়েসে শ্রীমন্ত সন্ধিমূল, সন্ধিবৃত্তি শিক্ষা করে। যে বয়েসে ফুল্লরা মাংস নিয়ে হাটে যায় সেই বয়েসে 'সাত পাঁচ সখি মেলি খুল্লনা খেলায় ধূলি' অন্যদিকে লায়লী বা পদ্মাবতী পাঠশালায় যায়। যে বয়সে ধনপতি সঙ্গীদের  সঙ্গে পায়রা ওড়াই, সেই বয়সে খুল্লনার বিয়ে হয়। এমনকি নিম্নবিত্ত সমাজেও কন্যাশিশু কুল্লার কোনো খেলার বিবরণ নেই।

সমাজ প্রেক্ষিত বদলের সঙ্গে সঙ্গে, শ্রেণীগত, বিত্তগত বিভাজনের মাঝে শৈশব - কৈশোরের এই বিচিত্র রূপ সমাজের বিভিন্নতাকেই শুধু তুলে ধরে না; ভবিষ্যৎ  সময় কেমন হতে চলেছে তারও একটা আভাস দেয়। প্রায় চারশো থেকে সাড়ে চারশো বছরের বিস্তৃত কালপর্বে শ্রীচৈতন্যের মতো প্রজ্ঞাবান মহামানব জন্মলাভ করেছেন তাঁর শৈশব ও কবিদের হাতে পড়ে কাব্যিক সুষমায় বাস্তবের মাটি ছুঁয়ে বৃন্দাবনের রঙে রঙীন হয়েছে। আর তাঁর জন্মের পরবর্তীকালের সাহিত্যে তার প্রতিফলন পড়েছে। শ্রীমন্তের খেলায় তারই বহিঃপ্রকাশ। আর মধ্যযুগের শেষে অন্নদামঙ্গলের কবিকণ্ঠে প্রজন্ম প্রেমের আন্তরিক প্রকাশ দেখা গেল। অন্নদাদেবীর কাছে মূর্খ মাঝি সন্তানের জন্য প্রার্থনা করলেন --

'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'

প্রজন্ম প্রেমের বিশ্বাত্মক প্রকাশ। শিশু, কিশোর, জীবনকে সুস্থ রাখার জন্য একজন পিতার সহৃদয় প্রার্থনা। কবি সুকান্তও অঙ্গীকার করেছিলেন এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে খাবার জন্য। কিশোর কবির প্রার্থনার বহু আগে কবিদের হাতে শৈশব কৈশোরের বিবিধ রূপ সত্যিই অবাক করে। আজকে দুনিয়া ডটকমের যুগে দাঁড়িয়ে ছোট ছোট শিশুদের শৈশব যখন ক্রমশ হারিয়ে যায়, তখন মধ্যযুগের কাব্যে এই অনালোচিত শৈশব কৈশোরের প্রসঙ্গ আমাদের শিকড়ের কাছাকাছি পৌঁছে দেয়। পরবর্তীকালের আধুনিক সাহিত্যিকদের কলমে যে শৈশব কৈশোরের রূপ তৈরি হয়েছে তার পূর্বের রূপগুলি কেমন ছিল তা বুঝতেও সাহায্য করে। যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা আগামীর শিশু কিশোরের রূপ কেমন হওয়া উচিত তার একটি সম্ভাব্য রূপ তৈরি করতে পারবো ঐতিহ্যকে সঙ্গে নিয়েই।

# গ্রন্থপঞ্জি

১। আকর গ্রন্থ সমূহ

২। সহায়ক বাংলা গ্রন্থ সমূহ

৩। সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ সমূহ

৪। সহায়ক পত্রিকা সমূহ

# আকরগ্রন্থ

১) আশুতোষ  ভট্টাচার্য সম্পাদিত বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৫৪,  বর্তমান মুদ্রণ ২০১১

২) কাশীরাম দাস : দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত কাশীদাসী মহাভারত (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড), সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা - ০৯, প্রথম সংস্করণ পৌষ ১৩৯৯, বর্তমান মুদ্রণ কার্তিক ১৪২৪ ।

৩) কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ : বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত মনসামঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি নতুন দিল্লী - ০১ , প্রথম সংস্করণ ১৯৬১, বর্তমান মুদ্রণ ২০১১

৪) কৃত্তিবাস ওঝা : সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত রামায়ণ, ভারবি, কলকাতা - ৭৩ প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৫৭, পুনর্মুদ্রণ ২০১১ ।

৫) কৃষ্ণদাস কবিরাজ : সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত আনন্দ পাবলিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা, প্রথম সংস্করণ দোলযাত্রা - ১৩৯২, বর্তমান সংস্করণ বৈশাখ - ১৪০২ ।

৬) গঙ্গারাম দত্ত : মহারাষ্ট্র পুরাণ, হারাধন দত্ত সম্পাদিত, লুপ্তরত্ন গ্রন্থমালা, চিন্তয়সি প্রকাশণা, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ - ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ, বর্তমান সংস্করণ  - ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ ।

৭) ঘনরাম চক্রবর্তী : শ্রী পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত ধর্মমঙ্গল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, বর্তমান সংস্করণ  - ১৯৬২ ।

৮)  জয়ানন্দ : সুখময় মুখোপাধ্যায়, রাণা সুমঙ্গল সম্পাদিত, চৈতন্যমঙ্গল, বিশ্বভারতী, কলকাতা, বর্তমান সংস্করণ - ১৯৯৪ ।

৯) দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মৈমনসিংহ - গীতিকা, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা - ০৯ নব সংস্করণ ২০০৫, পুনর্মুদ্রণ জানুয়ারী ২০১৯ ।

১০) দৌলত উজির বাহরাম খান : আহমদ শরীফ সম্পাদিত লায়লী - মজনু, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৮, চতুর্থ মুদ্রণ - ১৯৮৪ ।

১১)দৌলত কাজি : দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত দৌলত কাজির লোরচন্দ্রানী ও সতী ময়না, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা - ০৯ প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৯৫, দ্বিতীয় মুদ্রণ জানুয়ারী ২০০১ ।

১২)বড়ু  চন্ডীদাস : অমিত্র সূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা - ৭৩ প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৭৩ ষোড়শ সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩ ।

১৩) বিজয় গুপ্ত : অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল, নিউ বইপত্র কলকাতা - ০৯, প্রকাশকাল শ্রাবণ ১৪২৪ ।

( ২ )

১৪) বিপ্রদাস পিপিলাই : অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল, রত্নাবলী, কলকাতা ০৯, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৪০৯ দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ শ্রাবণ ১৪২২।

১৫) বিশেশ্বর ভট্টাচার্য, দীনেশচন্দ্র সেন এবং বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত গোপীচন্দ্রের গান, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২২।

১৬) বৃন্দাবন দাস : সুকুমার সেন সম্পাদিত চৈতন্য ভাগবত, সাহিত্য অকাদেমি, দিল্লী, প্রথম সংস্করণ ১৯৬২, বর্তমান সংস্করণ ১৯৯১

১৭) ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর : মদনমোহন গোস্বামী সম্পাদিত ভারতচন্দ্র, সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লী ০১, প্রথম প্রকাশ ১৯৬১; চতুর্থ মুদ্রণ ২০১১।

১৮) মালাধর বসু : অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ও সুমঙ্গল রানা সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, রত্নাবলী, কলকাতা ০৯, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪০৯, তৃতীয় সংস্করণ মাঘ ১৪২৩।

১৯) মুকুন্দ চক্রবর্তী : সুকুমার সেন সম্পাদিত, চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৭৫, বর্তমান সংস্করণ ২০০১।

২০) রূপরাম চক্রবর্তী : অক্ষয়কুমার কয়াল সম্পাদিত, ধর্মমঙ্গল, ভারবি, কলকাতা, বর্তমান সংস্করণ - ১৯৯২।

২১) লোচন দাস : বিশ্বরঞ্জন ঘোড়ই সম্পাদিত, চৈতন্যমঙ্গল, সাহিত্যলোক, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ -- জুলাই ২০০০ বর্তমান সংস্করণ - জুলাই ২০০০।

২২) শাহ মুহম্মদ সগীর : ডঃ মহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত ইউসুফ জোলেখা, ঢাকা ১১০০, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৮৪, ষষ্ঠ মুদ্রণ মে ২০১৫।

২৩) শেখ ফয়জুল্লা মরহুম : মুনসী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সম্পাদিত গোরক্ষবিজয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির , কলিকাতা ১৩২৪।

২৪) সৈয়দ আলাওল : দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মাবতী (দ্বিতীয় খন্ড) সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ কলকাতা - ১৩ প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০২।

# সহায়ক বাংলা গ্রন্থ পঞ্জি

১) অরবিন্দ পোদ্দার, মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তকবিপনী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ অক্টোবর ১৯৫২, বর্তমান সংস্করণ ১৯৯৯।

২) অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (প্রথম খন্ড) মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৫৯, বর্তমান সংস্করণ ১৯৯৫।

৩) আদিত্য কুমার লালা, বাংলার নাথ ধর্ম ও নাথ সাহিত্য, সাহিত্য সঙ্গী, কলকাতা, ফেব্রুয়ারী ২০১২।

৪) আনিসুজজামন, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭ - ১৯১৮) চারুলিপি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪১৮।

৫) আবদুল করিম সম্পাদিত প্রবন্ধ সংগ্রহ (বিষয় আলাওল) জাতীয় প্রকাশন, ঢাকা, প্রকাশকাল ২০০৩।

৬) আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম যৌথ প্রকাশ মে ২০১৫।

৭) ঐ, বাংলার লোক সংস্কৃতি, ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, নয়াদিল্লী, প্রথম প্রকাশ ১৯৮২, বর্তমান পুনর্মুদ্রণ ২০১৭।

৮) ঐ, বাংলা লোক সাহিত্য (প্রথম খন্ড) এ মুখার্জ্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা প্রথম সংস্করণ ১৩৬১, বর্তমান সংস্করণ ২০০৪।

৯) ইন্দুভূষণ মন্ডল, বাংলা মঙ্গল কাব্যের লৌকিক উপাদান, সাহিত্য লোক, কলকাতা প্রথম সংস্করণ ১৩৭৭, বর্তমান সংস্করণ ২০০৩।

১০) কৌশিক দাশগুপ্ত, ইতিহাসের সন্ধানে মঙ্গলকাব্য ও চৈতন্য জীবনী কাব্য, শ্রী ভারতী প্রেস, কলকাতা প্রথম প্রকাশ মহালয়া, ২০১১

১১) ঐ, মধ্যযুগীয় সাহিত্য দর্পনে নায়িকা অন্বেষণ, ঐ, প্রথম প্রকাশ আগষ্ট ২০১১

১২) ক্ষুদিরাম দাস সম্পাদিত কবিকঙ্কণ চন্ডী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৩, বর্তমান সংস্করণ ১৯৯৯।

১৩) খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সুকুমার সেন, বিশ্বপতি চৌধুরী, শ্যামাপদ চক্রবর্তী সম্পাদিত, বৈষ্ণব পদাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৪।

১৪) গোপাল হালদার, বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, প্রথম খন্ড, অরুণা প্রকাশণী কলকাতা, প্রথম অরুণা সংস্করণ ১৪০০ বর্তমান সংস্করণ ১৪১৯।

১৫) তন্ময় মিত্র, মীর রেজাউল করিম, সুবোধ কুমার যশ সম্পাদিত কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ কলকাতা প্রথম প্রকাশ ২০১০

১৬) তপোধীর ভট্টাচার্য, ভারতীয় নন্দন চিন্তা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা প্রথম প্রকাশ ২০১৮।

১৭) দীনেশচন্দ্র সেন, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান, পড়ুয়া কাঁটাবন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৪০, পড়ুয়া সংস্করণ হয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারী ২০১৮।

১৮) ঐ, বৃহৎ বঙ্গ (প্রথম খন্ড) দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৩৫ বর্তমান সংস্করণ মার্চ ২০০৬।

১৯) ঐ, দ্বিতীয় খন্ড, পূর্বোক্ত

২০) ঐ, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৮৮৬, বর্তমান সংস্করণ ২০০২।

২১) নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালির ইতিহাস আদি পর্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৫৬, বর্তমান সংস্করণ বৈশাখ ১৪২০।

২২) বরুণ চক্রবর্তী সম্পাদিত, চৈতন্য পরিক্রমা, পুস্তক বিপনি, কলকাতা প্রথম সংস্করণ ১৩৯৩, বর্তমান সংস্করণ ১৩৯৩।

২৩) বারিদ বরণ ঘোষ, নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, শ্রী পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, মাঘ ১৪১৭

২৪) বিমান বিহারী মজুমদার, শ্রী চৈতন্য চরিত্রের উপাদান, কলকাতা প্রথম প্রকাশ ২০০৬।

২৫) ঐ, পাঁচশত বৎসরের পদাবলী (১৪১০ - ১৯১০) জিজ্ঞাসা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৬৮, বর্তমান সংস্করণ ১৩৯৮।

২৬) বিশ্বনাথ রায় সম্পাদিত কবিকঙ্কন মুকুন্দের চন্ডীমঙ্গল বীক্ষা ও সমীক্ষা, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১৪।

২৭) বুদ্ধদেব বসু , মহাভারতের কথা, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৮১ বর্তমান সংস্করণ ২০১৮।

২৮) ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (প্রথম খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ ১৩৯১, পুনর্মুদ্রণ ১৪২১

২৯) মানস মজুমদার, লোক ঐতিহ্যের দর্পনে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৯৯, বর্তমান সংস্করণ ১৪১৭।

৩০) মোহন পাল সম্পাদিত ঘনরাম রচনাবলী, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১১

৩১) মুহম্মদ মতিউর রহমান, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা ১০০০, প্রথম প্রকাশ ১৪০৮।

( ৩ )


৩২) রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত কবিকঙ্কন মুকুন্দ বিরচিত চন্ডীমন্ডল, বামাপুস্তকালয়, কলকাতা প্রথম সংস্করণ ১৪০০, বর্তমান সংস্করণ ১৪০১।

৩৩) রমাকান্ত চক্রবর্তী, বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম, এ. বি. পি. লিমিটেড. কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৬।

৩৪) শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নারী চরিত্র, পুস্তক বিপনি, কলকাতা প্রথম সংস্করণ ১৯৯১।

৩৫) ঐ, মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে পুরুষ চরিত্র, ঐ, প্রথম সংস্করণ ১৯৯২।

৩৬) ঐ, মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে সমাজতত্ত্ব, ঐ প্রথম সংস্করণ ১৯৯১।

৩৭) শঙ্করী প্রসাদ বসু, কবি ভারতচন্দ্র, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০০০।

৩৮) ঐ, মধ্যযুগের কবি ও কাব্য, জেনারেল প্রিন্টারস্, এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৩৬২, বর্তমান সংস্করণ ১৯৯৮।

৩৯) সত্যবতী গিরি, বাংলা সাহিত্যের কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা প্রথম দে'জ সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৭

৪০) সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খন্ড) এ. বি. পি. লিমিটেড. কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৪০, বর্তমান সংস্করণ ২০০০।

৪১) ঐ, ইসলামি বাংলা সাহিত্য, ঐ প্রথম প্রকাশ ১৩৫৮, পঞ্চম মুদ্রণ ২০১৬।

৪২) সুখময় মুখোপাধ্যায়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম' ভারতীয় বুক স্টল, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৮, বর্তমান সংস্করণ ১৯৮৮।

৪৩) স্বামী গীতানন্দ, ভাগবতকথা, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৪০৫, বর্তমান সংস্করণ ১৪০৭।

**( ৩ ) সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ :**

1. S. K. Mangal, PHI Learning Private Limited, New Delhi, Twenty eighth printing (Second Edition) May, 2011.

**( ৪ ) সহায়ক পত্রিকা সমূহ :**

১. অতনুশাসন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত দশদিশি পত্রিকা (বিষয় : শ্রীচৈতন্য), কলকাতা, নভেম্বর ২০১৯।

২. তাপস ভৌমিক, কোরক শারদ পত্রিকা (বিষয় : মঙ্গলকাব্য ও মঙ্গলকাব্য চর্চা) কোলকাতা, অক্টোবর ২০১৬

৩. দীপঙ্কর মল্লিক, অতিথি সম্পাদক, সনৎ কুমার নস্কর, তবু একলব্য সময়ের সংলাপ পত্রিকা, (মঙ্গলকাব্য বিশেষ সংখ্যা) ISSN – 0776 – 9463, কলকাতা, আশ্বিন ১৪২২, অক্টোবর ২০১৫

৪. ঐ তবু একলব্য, (U.G.C. অনুমোদিত পত্রিকা, সূচক নম্বর ৪২৩১৮) (গীতিকা বিশেষ সংখ্যা) কলকাতা ১৩ বর্ষ, ২০১৮।

৫. মদন মোহন বেরা, এবং মহুয়া (U.G.C. Carelist অনুমোদিত, ভারতীয় ভাষায় পত্রিকা ক্রমিক নং - ৯৬), মেদিনীপুর, ২১ তম বর্ষ, অক্টোবর ২০১৯।

৬. সুখেন্দু দাস, পশ্চিমবঙ্গ (রাজ্য সরকারের মাসিক মুখপত্র), কৃত্তিবাস বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, ৩৯ বর্ষ ফেব্রুয়ারী ২০০৬।

৭. সিদ্ধেশ্বর ব্যানার্জ্জী ও পারমিতা মন্ডল, একুশের ঢেউ (ISSN: 2454 – 3182, অন্‌লাইন গিয়ার - রিভিউড রেফারিড, ত্রৈমাসিক) বীরভূম, পঞ্চমবর্ষ, ১৪ই আষাঢ়, ১৪২৬।

# মধ্যযুগের বাংলা আখ্যানকাব্যে বিন্যস্ত শৈশব, বাল্য ও কৈশোর প্রসঙ্গ

**(MADHYAYAJUGER BANGLA AKHYANKAVYE BINYOSTO SHAISHOB, BALYO O KAISHOR PROSONGO)**

**বি. বি. এম. কে. ধানবাদ বিশ্ববিদ্যালয় পি. এইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য সারসংক্ষেপ**

**গবেষক : তমালকুমার ব্যানার্জী**

**A Synopsis submitted to the B. B. M. K. University, Dhanbad for Degree of Ph. D.**

**By**

**Tamal Kumar Banerjee**

# মধ্যযুগের বাংলা আখ্যানকাব্যে বিন্যস্ত শৈশব, বাল্য ও কৈশোর প্রসঙ্গ

**(MADHYAYAJUGER BANGLA AKHYANKAVYE BINYOSTO SHAISHOB, BALYO O KAISHOR PROSONGO)**

বি. বি. এম. কে. ধানবাদ বিশ্ববিদ্যালয় পি. এইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য সারসংক্ষেপ

গবেষক : তমালকুমার ব্যানার্জী

A Synopsis submitted to the B. B. M. K. University, Dhanbad for Degree of Ph. D.

By

Tamal Kumar Banerjee